রক্তচঞ্চু কলহংস প্রস্ফুটিত পদ্মগর্ভে বসিয়া কলরব করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খনিনাদ শ্রবণ করিয়া জগতের ভয়-কারণ ভয়েরও ভয় হয়; কিন্তু প্রজা সকল তাহাতে আনন্দিত হইয়া স্বামি-দর্শন-লালসায় আগমন করিতে লাগিল। বাসুদেব সাক্ষাৎ পূর্ণাবতার; সুতরাং তিনি আপনার স্বরূপ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট; তাঁহার অন্য লাভের প্রার্থনা নাই; তথাপি পুরবাসিগণ সূর্য্যকে দীপদানের ন্যায়, তাঁহাকে নানা উপহার প্রদান করিল, এবং বালকেরা যেরূপ পিতার সহিত বাক্যালাপ করে, তাহার ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া সকলেই হর্ষগদ্গদ স্বরে সেই দীনবন্ধু রক্ষাকর্ত্তাকে বলিতে লাগিল, নাথ! আমরা তোমার চরণসরোজে নমস্কার করি; ব্রহ্মা, সনকাদি ঋষিগণ এবং স্বয়ং সুরেন্দ্রও উহাকে বন্দনা করেন। এই সংসারে যে ব্যক্তি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তোমার চরণ ভিন্ন তাঁহার আর অন্য গতি নাই, কারণ ব্রহ্মাদির প্রভু হইয়াও কাল তোমার পাদপদ্মের নিকট কোন ক্ষমতাই প্রকাশ করিতে পারে না। হে বিশ্বভাবন! তুমিই আমাদিগের বন্ধু, পতি, পিতা, গুরু ও পরম দেবতা; আমরা তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি; অতএব তুমিই আমাদিগকে উদ্ধার কর। তুমি আমাদিগের রাজা; এবং তোমার যে সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সম্পৃক্ত সুপ্রসন্ন, প্রেমময় হাস্য বদন দেবতারাও দর্শন করিতে পান না, আমরা তাহা সর্ব্বদাই দেখিতেছি; প্রভো! ইহা অপেক্ষা আমাদিগের আর

কি সৌভাগ্য হইতে পারে! হে কমললোচন! তুমি বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার মানসে হস্তিনা বা মথুরায় গমন করিলে তোমার অদর্শনজন্য আমাদিগের এক ক্ষণ কোটি বৎসর বলিয়া বোধ হইতে থাকে; তখন সূর্য্যালোকের অভাব বশতঃ চক্ষুর ন্যায় আমাদিগের দুর্দশা ঘটিয়া উঠে। তুমি হাস্যমুখে যাহার দিকে একবারমাত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ কর তাহার সমুদায় সন্তাপই দূর হয়; অতএব নাথ! আমরা তোমার সেই সুন্দর প্রফুল্ল বদন না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি।

ভক্তবৎসল নন্দনন্দন প্রজাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের প্রতি কৃপাকটাক্ষরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে করিতে নিজ রাজধানী দ্বারকায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ভোগবতী নাগগণের ন্যায়, দ্বারকা এত দিন কৃষ্ণ তুল্য বলশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, কুক্কুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ভুজবলে রক্ষিত হইতেছিল। দ্বারকার শোভা স্বভাবতঃই মনোহারিণী। তথায় পবিত্র বৃক্ষ সকল ছয় ঋতুর পুষ্পেই এককালে ভূষিত রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব লতামণ্ডপ, উদ্যান, উপবন ও প্রীতিকর সরোবর সমূহ অসাধারণ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া পুরবাসিগণ তাহার দ্বিগুণ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। আনন্দ হেতু পুরদ্বার এবং গৃহদ্বারে তোরণরাজি নির্মাণ করিয়াছিল। তাহার অগ্রভাগে গরুড়াদি নানা চিহ্নে চিহ্নিত ধ্বজ ও জয়পতাকা উড়িতেছিল; সূর্য্যকিরণ তাহাতেই প্রতিহত হইয়া নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। মহাপথ,

পথ, বিপণি ও অঙ্গন সকল উত্তম রূপে সম্মার্জ্জিত হইয়াছিল। গন্ধজলে সমস্ত ভূমি অভিষিক্ত করিয়াছিল। ফল, পুষ্প, অক্ষত ও দূর্ব্বাঙ্কুর সর্ব্বত্রই বিস্তীর্ণ ছিল। প্রত্যেক গৃহদ্বারেই দধি, অক্ষত, ফল, ইক্ষুদণ্ড, ধূপ, দীপ ও পূজোপহার শোভা পাইতেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ বিদেশ হইতে গৃহে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, ও জাম্ববতীনন্দন হর্ষভরে উথলিয়া উঠিলেন; এবং কেহ শয়ন, কেহ আসন কেহ বা ভোজন পরিত্যাগ করিয়া রথে আরোহণ করত প্রণয় হেতু অতিবেগে তাঁহাকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন। মঙ্গলাচরণের জন্য এক প্রধান হস্তী এবং পুষ্পহস্ত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। শঙ্খ, তূর্য্য ও মন্ত্রপাঠশব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। শত শত বারাঙ্গনা কৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় ব্যাকুল হইয়া যানারোহণে যাত্রা করিল; তাহাদিগের মনোহর মুখ-পদ্ম বায়ুচালিত কেশপাশে আবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল; তাহাতে আবার কর্ণবিলম্বী কুন্তল সকল গণ্ডস্থলে দুলিতে লাগিল। নট অভিনয়, নর্ত্তক নৃত্য, গায়ক মনোহর সংগীত, পৌরাণিক পুরাণ-কথন, মাগধ বংশকীর্ত্তন এবং বন্দিগণ পুণ্যযশা বসুদেবতনয়ের অদ্ভুত চরিত্র ও যশোগান করিতে লাগিল। ভগবান্, এই রূপে পুরবাসী, বন্ধু ও অনু-জীবীদিগকে আসিতে দেখিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রত্যেকের যথো-চিত সম্মাননা করিলেন। কাহাকে মস্তক অবনতি, কাহাকে

বা বাক্য দ্বারা নমস্কার, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহাকে কর-স্পর্শ, কাহাকে হাস্য, কাহাকে বা কেবল কটাক্ষ-নিক্ষেপ মাত্রে আশ্বাস প্রদান করিলেন; তাহাতে চণ্ডাল অবধি পূজনীয় ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেরই সম্মান রক্ষা হইল। অনন্তর গুরুজন ও প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পত্নীদিগের সহিত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন তিনি বন্দী ও অন্যান্য জনসমূহের সহিত নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

যদুপতি রাজমার্গ দিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলে পর কুলকামিনীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে আহ্লাদ পূর্ব্বক হর্ম্ম্যশিখরে আরোহণ করিলেন। ভার্গব! দ্বারকাবাসী মনুষ্য সকল প্রতিদিনই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আলয়ভূত অচ্যুতের মনোহর আকৃতি; লক্ষ্মীর নিবাসভূত বক্ষঃস্থল; নয়নের সৌন্দর্য্য পান করিবার পাত্রস্বরূপ বদন; লোকপালদিগের আশ্রয়ভূত বাহুযুগল এবং ভক্তগণের অবলম্বনরূপ চরণ-কমল যতই নিরীক্ষণ করিত, ততই তাহাদিগের দর্শনলালসা বৃদ্ধি পাইত; কোন রূপেই তৃপ্ত হইতে পারিত না।

নীরদকান্তি পীতবাসা দেবকীনন্দন মাল্যদাম ধারণ করিয়া যখন রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত হইল। দুই জন দুই দিকে চামর ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। প্রাসাদশিখর হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন সূর্য্য-কিরণাঞ্চিত নবীন নীরদখণ্ড চন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ও তারকা-জালে বেষ্টিত হইয়া আছে; বক্ষঃস্থলে ইন্দ্রধনু বক্র হইয়া

অবস্থিতি করিতেছে এবং চঞ্চলা স্থিরভাবে তাহার চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া বেড়াইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার আলয়ে প্রবেশ করিয়া আপন জননী দেবকী ও অপর সপ্তদশ বিমাতাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহারা আলিঙ্গন করত তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইল।

মাধব তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া অবশেষে বিবিধ-কাম্য-বস্তু-পূরিত আপনার মনোহর পুরে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে ষোড়শ সহস্র প্রাসাদে তাঁহার ষোড়শ সহস্র মহিষী বাস করিতেন। মহিলাগণ এত দিন হাস্য, পরগৃহে গমন, সমাজদর্শন, উৎসবদর্শন, ক্রীড়া ও শরীরসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রোষিতভর্তৃকার ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে বিদেশ হইতে স্বামীকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত মনে সকলেই সহসা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং লজ্জাবনত মুখে তাঁহার প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্বামী আসিতেছেন শুনিয়া কামিনীকুল পূর্ব্বেই মনোদ্বারা তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন; শেষে পতি দৃষ্টিপথে পতিত হইলে চক্ষু দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে নিকটে আগমন করিলে পর পুত্র দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশালিনী, তথাপি চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ অশ্রুবারি ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না; চক্ষু হইতে জলধারা অল্পে অল্পে

বহিতে লাগিল; সেই হেতু তাঁহারা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। পত্নীগণ নির্জ্জনে একত্র উপবিষ্ট হইয়া স্বামীর চরণযুগল সর্ব্বদাই অবলোকন করিতেন; তথাপি প্রতিক্ষণেই মনে করিতেন, যেন পূর্ব্বে আর কখনই দর্শন করেন নাই। কোন্ রমণীই বা উহা বারংবার দর্শন করিতে অভিলাষ না করে? লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইয়া উহা কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

পৃথিবীর ভারস্বরূপ রাজা সকল অক্ষৌহিণী-পরিগণিত আপন আপন সেনা দ্বারা দিকে দিকে প্রভাব বিস্তার করিলে পর হরি নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরস্পর কলহে প্রবর্ত্তিত করিলেন। অবশেষে, পরস্পর ঘর্ষণজন্য সমুদ্‌ভূত অগ্নিশিখায় বেণুর ন্যায় তাহারা সকলেই দগ্ধ হইল, দেখিয়া তিনি নির্বৃত চিত্তে উত্তম উত্তম মহিলাদিগের সহিত সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তির হৃদ্গত-নিগূঢ়-প্রণয়-সূচক মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ দৃষ্টিনিক্ষেপ নিরীক্ষণ করত মহাদেবও মুগ্ধ হইয়া হস্তস্থ পিণাক ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু সুন্দরী সকল নানাবিধ বিভ্রম ও কপটবিলাসাদি প্রকাশ করিয়া কোন মতেই নন্দসুতের চিত্ত বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সঙ্গরহিত; অজ্ঞান মনুষ্য আপন সাদৃশ্যবশেই তাঁহাকে কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে। ইহাই ভগবানের ঈশ্বরত্ব; যেরূপ বুদ্ধি, আত্মাকে আশ্রয় করিয়াও তদ্গত পরমানন্দ অনুভব করে না, ভগবান্ সেইরূপ প্রকৃতিকে অব-

লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার গুণের সহিত লিপ্ত হন না। মহিষীরাও তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা স্ত্রীজাতি; সুতরাং তদনুরূপ বুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বেশ্বর স্বামীকে স্ত্রৈণ ও একান্ত অনুগত বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

কৃষ্ণ-সমাগম-নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন, সূত! অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিয়া উত্তরার গর্ভ প্রায় নষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ উহা পুনর্জ্জীবিত করেন। সেই গর্ভে মহাবুদ্ধি, মহাত্মা পরীক্ষিৎ কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন? কি রূপেই বা তিনি নিধন প্রাপ্ত হন? পরলোকে গমন করিয়াই বা তাঁহার কি গতি হয়? আমরা শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; যদি বলিতে মন হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া বল। শুকদেব পরীক্ষিৎকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার চরিত্র শ্রবণে একান্ত বাসনা হইতেছে।

সূত বলিলেন, ভৃগুনন্দন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিত্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই চিন্তা করিতেন, সেই হেতু যাবতীয় বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া আপনার পিতার ন্যায় ধর্ম্মপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। প্রজা সকল তাঁহার শাসনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। রাজার ঐশ্বর্য্য, যজ্ঞ, যজ্ঞোপার্জ্জিত সদ্‌গতি, স্ত্রী, ভ্রাতা ও সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য বিষয়ে স্বর্গে দেবতারাও কথোপকথন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দেবপ্রার্থিত অতুল ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মপুত্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল না; তিনি এক মনে মুকুন্দের পাদপদ্মই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভার্গব! ক্ষুধিত ব্যক্তির মন অন্ন ভিন্ন কখন মাল্য-চন্দনাদি অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় না।

হে ভৃগুকুলাবতংস! অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রসম্ভূত অগ্নি যখন গর্ভ-বাস-সময়ে মহাবীর পরীক্ষিৎকে দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন তিনি স্বর্ণ-মৌলি-শোভিত, নীলবর্ণ, পীতবাসা, তড়িন্মণ্ডিত মেঘখণ্ডের ন্যায় মনোহরমূর্ত্তি এক বিকার-রহিত অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ভুজ-চতুষ্টয় জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়াছে। কর্ণে তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ দিব্য কুণ্ডল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। ক্রোধ বশতঃ চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। হস্তে জ্বলন্ত উল্কাদণ্ডের ন্যায় গদা ভীমবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। দিবাকর নীহারের ন্যায় তিনিই গদা দ্বারা অস্ত্রতেজঃ নিবারণ করিলেন। অভিমন্যু-তনয় সেই দিব্য পুরুষকে নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কে? ইতিমধ্যে অচিন্ত্যস্বরূপ ধর্ম্মপালক ভগবান্ দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর শুভগ্রহ সকল অন্যান্য অনুকুল গ্রহদিগের সহিত সংযুক্ত হইলে পর লগ্ন যখন ক্রমশঃই সমধিক গুণসূচক হইয়া উঠিল, তখন দ্বিতীয় পাণ্ডুর ন্যায় তেজঃসম্পন্ন পাণ্ডুবংশধর পরীক্ষিৎ জন্ম গ্রহণ করিলেন। পৌত্র হইয়াছে শুনিয়া দান-কালজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে ধৌম্য এবং কৃপাদি কুল-পুরোহিতের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া প্রথমতঃ সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করাইলেন; পরে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ, গো, ভূমি, গ্রাম, হস্তী এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী দান করত বিনীত ভাবে নমস্কার করিলেন। বিপ্রসকল পরম সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন, হে পৌরবশ্রেষ্ঠ! কুরুবংশপরম্পরার

তত্ত্বস্বরূপ এই বিশুদ্ধ সন্তান দুর্বারদৈববশে প্রায় নষ্টই হইয়াছিল; কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু তোমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া ইহাকে রক্ষা করিলেন। তোমরা তাঁহার প্রসাদেই ইহাকে প্রাপ্ত হইলে; সেই হেতু ইহার নাম "বিষ্ণুরাত অর্থাৎ 'বিষ্ণুদত্ত রহিল। মহাভাগ! এই বালক উত্তর কালে নিঃসন্দেহই সর্ব্ব গুণে ভূষিত হইবে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপ্রগণ! বৎস সাধুবাদ ও সৎকর্ম্ম বিষয়ে কি যশস্বী বংশধর পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি অনুকরণ করিতে পারিবে?

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন, পার্থ! এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু এবং দ্বিজাতিদিগের হিতসাধক সত্য-প্রতিজ্ঞ দশরথনন্দন রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজা পালন করিবে। উশীনরতনয় শিবিরসদৃশ দাতা ও শরণাগত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইবে। দুষ্মন্ত-তনুজ ভরতের ন্যায় ইহার কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইবে। শিশু, কুন্তী-নন্দন ও কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য ধনুর্দ্ধারী, অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, সমুদ্র সদৃশ দুর্লঙ্ঘ্য, সিংহ তুল্য পরাক্রমশালী, হিমালয়ের ন্যায় সুখসেব্য, পৃথিবী সদৃশ ক্ষমাশীল, মাতা পিতার ন্যায় সহিষ্ণু, ব্রহ্মার তুল্য অপক্ষপাতী, মহাদেব সদৃশ সুখারাধ্য এবং রমাপতি নারায়ণ তুল্য সর্ব্ব প্রাণীর আশ্রয়স্বরূপ হইবে। গুণের মাহাত্ম্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিবে। উদারতায় রন্তিদেব এবং ধার্ম্মিকতায় যযাতি ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সন্তান, বলির ন্যায় ধৈর্য্যশালী এবং প্রহ্লাদের

তুল্য হরির ভক্ত হইবে। অশেষ অশ্বমেধ ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের উপাসনা করিবে। ইহা হইতে রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইবেন। অপর, তোমার এই পৌত্র, আচার ও ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির এবং ধর্ম্ম ও পৃথিবীর মঙ্গলের নিমিত্ত কলির দণ্ড করিবে। অবশেষে বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিবন্ধন তক্ষ-কের দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া হরির পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! বালক মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া বেদব্যাস-তনয় শুককে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশ শুনিতে শুনিতেই পরলোক প্রাপ্ত হইবে। অতএব ইহার আর পরলোকে ভয়ের সম্ভাবনা কি? জন্মফল-গণনায় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ রাজাকে এইরূপ জ্ঞাত করিয়া যথোচিত পূজা গ্রহণ করত সকলেই আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অভিমন্যুতনয় গর্ভস্থ দশায় যে পুরুষকে দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকেই স্মরণ করত মনুষ্য দেখিলেই ভাবনা করিতেন, "ইনিই কি সেই পুরুষ হইবেন"। এই কারণে তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ রহিল। তিনি পিতৃদিগের ভরণপোষণবলে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলেন; বোধ হইল, যেন শুক্লপক্ষে কলা-সংযোগ হেতু চন্দ্রমা পুষ্টি ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। সুতরাং বাল্যকালেই ধার্ম্মিক হইয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির কর ও দণ্ড, এই দুই প্রকারেই প্রজাদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিতেন; অতএব এক্ষণে অশ্বমেধ

করিতে অভিলাষী হইয়া দেখিলেন, রাজস্ব হইতে সে মহৎ ব্যয় নিষ্পন্ন হইতে পারে না ; সেই হেতু অশেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভ্রাতৃদিগকে উত্তর প্রদেশ পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থানে পূর্ব্বকালীন মরুৎ-যজ্ঞ-সময়ে প্রভূত সুবর্ণপাত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই সকল আনয়ন করিয়া যজ্ঞীয় সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন করিলেন। তখন অভিলাষ-সিদ্ধি হেতু আনন্দিত হইয়া বন্ধু-বধ-ভীত ধর্ম্ম-নন্দন তিন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করিলেন। নন্দনন্দন যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পাইয়া আগমন করত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রাজার যজ্ঞ সমাপন করাইলেন এবং প্রিয় বন্ধুদিগের অনুরোধে কতিপয় মাস হস্তিনায় অবস্থিতি করিয়া অবশেষে স্বদেশ-গমনের নিমিত্ত দ্রৌপদী ও রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলে পর বাসুদেব অর্জ্জুনের সহিত যদুগণ সমভিব্যাহারে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন।

পরীক্ষিতের জন্ম-নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিদুর তীর্থ-যাত্রা-ক্রমে সুমন্তর নিকট উপদেশ পাইয়া আত্মার গতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিয়াছিলেন; অতএব জ্ঞেয় বস্তু সকলই অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তীর্থ দর্শন করিয়া মহামতি হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে না দেখিয়া ভ্রাতৃদিগের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু, সঞ্জয়, কৃপ, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও অন্যান্য জ্ঞাতি-স্ত্রী সকল এবং পাণ্ডুর বন্ধুগণ যেন মুর্চ্ছায় অবসন্ন ছিলেন; এক্ষণে তিনি আগমন করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই যেন পুনর্বার সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন, নমস্কার ও অভিবাদন করত সকলেই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তিনি বিশ্রাম করত আহার করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাকে বিশেষ রূপে স্নিগ্ধ দেখিয়া যুধিষ্ঠির যথোচিত পূজা পূর্ব্বক বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি আমাদিগকে আর স্মরণ আছে? পক্ষী সকল পক্ষদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া যেমন শাবকদিগকে রক্ষা করে, সেইরূপ আপনি পক্ষপাতবশতঃ আমাদিগকে এবং আমাদিগের জননীকে বিষ-প্রয়োগ, জতুগৃহদাহ প্রভৃতি নানা

বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি প্রধান প্রধান তীর্থ ও দেশ দর্শন করিয়া সমস্ত পৃথিবীই ভ্রমণ করিয়া আসিলেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি বিদেশে কি প্রকারে আহার-দ্রব্য আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন? বিভো! কোন্ কোন্ তীর্থই বা দর্শন করিয়াছেন? আপনাদিগের ন্যায় কৃষ্ণভক্ত মনুষ্যগণ আপনারাই তীর্থ। গদাধর যাঁহা-দিগের অন্তঃকরণে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা কেবল পবিত্র করিবার নিমিত্তই তীর্থে গমন করেন; দর্শনে তাঁহাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। তাত! আমাদিগের বন্ধু কৃষ্ণাধীন যদুবংশীয়েরা তাঁহাদিগের রাজধানীতে কুশলে আছেন কি না, আপনি কি শুনিয়াছেন? আপনার সহিত তাঁহাদিগের কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?।

বিদুর যুধিষ্ঠিরের এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া সকলেরই যথা-বৃত্ত উত্তর করিলেন; কিন্তু, হঠাৎ উপস্থিত অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবেরা দুঃখিত হইবেন, আমি তাহা চক্ষে দর্শন করিতে পারিব না, এই ভাবিয়া যদুকুলের ধ্বংস-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলেন না।

মহামতি বিদুর অবশেষে দেবতার ন্যায় মহাসমাদরে বন্ধু-দিগের মধ্যে কিছু কাল বাস করিলেন। সেই কালে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে নানাবিধ হিতোপদেশ প্রদান করি-তেন; তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইত। লোকে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া জানিত, কিন্তু তিনি বাস্তবিক শূদ্র নহেন। সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম অণীমাণ্ডব্যের শাপে বিদুর রূপে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সেই শাপ ভোগ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতি-সময়ে সূর্য্য স্বয়ং দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজ্যলাভের পর পৌত্র জন্মিল দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ স্থির করিলেন, এত দিনে বংশরক্ষা হইল। তখন তাঁহারা পরম আনন্দের সহিত সংসারে আসক্ত হইলেন। কিছু দিন এই রূপে উন্মত্ত হইয়া আগ্রহ সহকারে সাংসারিক কার্য্য করিতে করিতেই দুরপনেয় কাল অজ্ঞাতসারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা জানিতে পারিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করত কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আর কি দেখিতেছেন; সম্মুখে মহান্ ভয় উপস্থিত; আপনি গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হউন্। প্রভো! কোথাও কখন কেহই যাঁহার প্রতিবিধান করিতে পারে নাই, সেই ভগবান্ কাল ঐ উপস্থিত হইয়াছেন। কালের প্রতিকার করিতে ইহার শক্তি আছে বলিয়া যদি কাহাকেও নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে সে ভ্রমমাত্র; কাল তাঁহারও কাল। কাল যে ব্যক্তিকে গ্রাস করে, সামান্য ধনের কথা দূরে থাকুক্, তাহাকে প্রিয়তম পুত্র কলত্রাদিও পরিত্যাগ করিতে হয়। মহারাজ! আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে; বয়সও আর নাই; জরা আপনার শরীর আক্রমণ করিয়া জীর্ণ করিয়াছে এবং আপনি পরগৃহে বাস করিয়া আছেন। পূর্ব্বে আপনি অন্ধই ছিলেন; তাহাতে আবার সম্প্রতি বধির হইয়াছেন। আপনার বুদ্ধিও ক্ষয় পাইয়া

আসিয়াছে। দন্ত সকল গলিত এবং অগ্নি মন্দ হইয়াছে। শ্লেষ্মা সমস্ত শরীর পরিপূর্ণ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি আপনার বিষয়ানুরাগ দূর হয় নাই। অহো; মনুষ্যের জীবনের আশা কি বলবতী! ভ্রাতঃ! সেই আশার বশবর্ত্তী হইয়া, যে ভীমসেন আপনার পুত্র বিনাশ করিয়াছে, আপনি কুক্কুরের ন্যায় তাহারই ত্যক্ত পিণ্ড ভোজন করিতেছেন! যাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে আহারের নিমিত্ত বিষ দিয়াছিলেন; যাহাদিগের ধর্ম্মপত্নীর অশেষ অপমান করিয়াছিলেন; মহারাজ! এক্ষণে তাহাদিগের অন্নেই জীবন পুষ্ট করিতেছেন; সে জীবনে আপনার ফল কি? এই জীবনের নিমিত্ত এতাদৃশ হীনতা স্বীকার করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহাতেও ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না; পরিত্যক্ত পুরাতন বস্ত্রের ন্যায় জরায় জীর্ণ হইয়া অবশ্যই কালবশে নষ্ট হইবে। শরীর যশোপার্জ্জন এবং ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে অসক্ত হইলে পর যে ব্যক্তি বিষানুরাগ ও অভিমান-শূন্য হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করত অজ্ঞাতসারে বনে প্রস্থান করেন, লোকে তাঁহাকে ধীর বলে। যে মনস্বী ব্যক্তি আপনার আকস্মিক বুদ্ধি-প্রাখর্য্য বা অন্যের উপদেশে সংসার-লালসা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে হরিকে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তাঁহার নাম নরোত্তম। আপনি পূর্ব্বে নরোত্তম হইতে পারেন নাই; অতএব এক্ষণে ধীরই হউন্; আত্মীয়দিগকে না জানাইয়া আপনি এই স্থান হইতে উত্তরে চলুন্; রাজন্!

ইহার পর মনুষ্যদিগের ধৈর্য্যাদি সদ্‌গুণের ধ্বংসকর্ত্তা কাল অবিলম্বেই আগমন করিবে।

ভ্রাতা বিদুর এই রূপে বন্ধন হইতে মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ দর্শন করিলে পর জ্ঞানচক্ষু অজমীঢ়-বংশ-সম্ভূত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জ্ঞান লাভ করিয়া দৃঢ়তর স্নেহ-পাশ ছেদ করত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যেরূপ যুদ্ধ বীরদিগের অনুগমন করে, সেইরূপ সুবলতনয়া পতিব্রতা সাধু-শীলা গান্ধারী পতিকে হিমাচলে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সন্যা-সীর আনন্দ আশ্রয় করত, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অনন্তর অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন, এবং তিল, গো, ভূমি ও রত্নদান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া পিতৃব্যদ্বয় ও গান্ধারীকে নমস্কার করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সে স্থানে তাঁহাদিগের কেহই নাই। সঞ্জয় একাকী বসিয়া আছেন। তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া ধর্ম্মনন্দন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্‌গণতনয়! আমার নেত্র-হীন বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ তাত কোথায় গিয়াছেন? পুত্র-শোক-সন্তপ্তা অম্বা গান্ধারীই বা কোথায়? আমাদিগের সুহৃৎ খুল্ল তাত বিদুরকে দেখিতেছি না কেন? আমি নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; তাঁহার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছি; এক্ষণে পাছে তাঁহারও কোন অনিষ্ট করি, ভাবিয়া কি তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে? সেই ভয়েই কি তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া-ছেন? পিতা পাণ্ডু পরলোক গমন করিলে পর আমা-দিগের দুই পিতৃব্যই আমাদিগকে আত্মীয়ের ন্যায় সকল

বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন?

সূত বলিলেন, সারথি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রণয় ও স্নেহ বশতঃ সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন; সেই হেতু যুধিষ্ঠিরকে আপাততঃ কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর হস্ত দ্বারা চক্ষের জলধারা মার্জ্জন করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক মনকে স্থির করিলেন; এবং প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের পাদযুগল স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে বংশধর! তোমার দুই পিতৃব্য এবং গান্ধারী যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। এই মাত্র বলিতে পারি, মহাত্মারা আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির ও সঞ্জয়ে এই রূপে শোক প্রকাশপূর্ব্বক কথোপকথন হইতেছিল, ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ তুম্বুরু সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির দর্শন মাত্রই গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে যথাবিধি, তাঁহার পূজা করিলেন; পশ্চাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমার দুই পিতৃব্য এবং পুত্র-শোকাতুরা দুঃখিনী অম্বা গান্ধারী কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমি জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে এই শোক-সাগরে আপনাকেই কর্ণধার দেখিতেছি।

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ উত্তর করিলেন, রাজন্! জগৎ সমস্তই ঈশ্বরের অধীন; অতএব তুমি শোক করিও না। ইন্দ্রাদি লোকপাল প্রভৃতি সকলেই সেই স্বেচ্ছাধীন পরমেশ্বরের পূজোপ-

হার বহন করিতেছেন। ক্রীড়াকারী ব্যক্তি ক্রীড়ার সাধনভূত কাষ্ঠময় মেষাদির ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায়, জগদীশ্বর আপন ইচ্ছায়ই মানবদিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতেছেন। অপর, লোকতঃ বিবেচনা করিলেও এ বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে; কারণ মনুষ্যকে জীবরূপে অবিনশ্বর; দেহ রূপে নশ্বর; এবং ব্রহ্মস্বরূপে নশ্বর বা অবিনশ্বর উভয় বলিয়াই ভাবিতে পার; কিন্তু ইহার যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিলেও আর বিযুক্ত ব্যক্তির নিমিত্ত শোক করিতে হয় না। মোহজন্য স্নেহ ব্যতিরেকে শোকের আর অন্য কারণ নাই। অতএব, "আমার আশ্রয় না পাইয়া আমার দুই পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী কি রূপে জীবন ধারণ করিবেন। তাঁহাদিগকে কত কষ্টই বা সহ্য করিতে হইবে" এই সকল ভাবিয়া তুমি যে আপনার দেহ বিকল করিয়াছ, তাহার প্রতিবিধান কর। জড়তা দূর করিয়া দেও। এই পাঞ্চভৌতিক জড় দেহ কাল, ধর্ম্ম এবং উপাদানভূত গুণের অধীন; তাহারা পরস্পর বিযুক্ত হইলেই ইহার ধ্বংস হইবে। অতএব তোমার শরীর দ্বারা তাঁহাদিগের কোন সাহায্য হইতে পারে বলিয়া মনে করিও না। মহারাজ! যে ব্যক্তিকে অজগর সর্পে গ্রাস করে সে কখনই অন্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট জীবনোপায় সর্ব্বত্র অনায়াসেই পাওয়া যায়। মনুষ্য পশু-দিগকে আহার করে এবং পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। অধিক কি, সকল প্রাণীই আপন হইতে ক্ষুদ্রতর প্রাণীকে ভক্ষণ করে; সুতরাং পৃথিবীর জীব সকল পরস্পর

পরস্পরের জীবনোপায়। অতএব পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর আহারের নিমিত্ত তোমার চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। আরও দেখ, এই মনুষ্য ও পশু পক্ষী প্রভৃতি স্থাবরাস্থাবর সমস্ত বিশ্বই সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ; পরমেশ্বর ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। ঈশ্বরও একমাত্র; নানা নহেন। তিনিই ভোক্তা, এবং তিনিই আন্তরিক ও বাহ্যিক ভোগ্য বস্তু। অতএব এই পরিদৃশ্যমান স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ কেবল ভ্রমমাত্র। শুদ্ধ মায়াবশে তাঁহাকে নানারূপ দেখিতেছ। মহারাজ! সেই ভূতভাবন ভগবান্ এক্ষণে অসুর-বিনাশের নিমিত্ত কালরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি দেবতাদিগের কার্য্য সম্পন্নও করিয়াছেন; এক্ষণে কেবল অবশিষ্ট যদু-কুল-ধ্বংস প্রতীক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত ইহ লোকে আছেন, তোমরাও সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতা ও মহিষীর সহিত হিমালয়ের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ ঋষিদিগের আশ্রমে গমন করিয়াছেন। সুরধুনী গঙ্গা সপ্ত ঋষিকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আপনাকে সপ্ত ধারায় বিভক্ত করিয়াছেন। লোকে সেই হেতু তাহাকে সপ্ত-স্রোত তীর্থ বলে। রাজা সেই তীর্থে স্নান, বিধিবৎ অগ্নিতে হোম ও জলমাত্র ভক্ষণ করত অষ্টাঙ্গ যোগ করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আর পুত্রাদির চিন্তা নাই। তিনি আসন ও শ্বাসরোধ অভ্যাস এবং বিষয়-সঙ্গ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে আকর্ষণ করিয়া আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার নামক তিন যোগাঙ্গ সিদ্ধ করিয়াছেন। হরিচিন্তন হেতু তাঁহার

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপিণী মলা নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং তিনি ধারণা-নামক অপর যোগাঙ্গও অভ্যাস করিয়াছেন। আত্মা অহঙ্কারাস্পদ স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া এক্ষণে তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে; অতএব তিনি উহাকে বুদ্ধির সহিত এক করিয়া ভাবনা করিতেছেন। বুদ্ধিকেও দৃশ্য অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল দ্রষ্টা রূপেই চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যেরূপ উপাধিভূত ঘটাদি ভগ্ন হইলে পর তদবচ্ছিন্ন অল্প আকাশ বৃহৎ আকাশে মিশ্রিত হয়, সেইরূপ সেই দ্রষ্টাও অবশেষে পরম ব্রহ্মে লীন হন; মহারাজ! তোমার পিতৃব্য ইহাও জানিতে পারিয়াছেন। অতএব তাঁহার সমাধিও সিদ্ধ হইয়াছে। যোগ হইতে চিত্ত-ভ্রংশের নাম ব্যুত্থান। তোমার পিতৃব্যের সে শঙ্কাও নাই; কারণ তিনি মায়া-গুণের চরম-ফল-স্বরূপ বাসনা পরিত্যাগ এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন; সেই হেতু বিষয় ভোগ করিতে আর তাঁহার অভিলাষ নাই। এক্ষণে স্থাণুর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সমুদায় কর্ম্মই নষ্ট হইয়াছে। অতএব তুমি তাঁহাকে আনিতে গিয়া আর তাঁহার বিঘ্নস্বরূপ হইও না। তিনি অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার সেই মৃত দেহও দগ্ধ হইবে। গার্হ্যপত্যাদি অগ্নির সহিত যোগাগ্নি দ্বারা পতির দেহকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া পতিব্রতা গান্ধারীও তাঁহার অনুগমন করিবেন। হে কুরুনন্দন! বিদুরকে আনিবার নিমিত্তও তোমার যাইবার আবশ্যকতা নাই; কারণ তিনি ভ্রাতার সেই অদ্ভুত মৃত্যু ও সদ্গতি নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষ

বিষাদে অভিভূত হইবেন; এবং সেই হেতুই তীর্থ যাত্রা করিবেন।

দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া তুম্বুরু সমভিব্যাহারে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বাক্য চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরেরও হৃদ্গত শোক দূর হইল।

নারদ-বাক্য-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, বন্ধুগণ কেমন আছেন; কৃষ্ণই বা কি করিতেছেন; এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সপ্ত মাস অতীত হইল, তথাপি তিনি হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন না।

এ দিকে যুধিষ্ঠির নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। কালের গতি অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক ঋতুর লক্ষণ অপর ঋতুতে লক্ষিত হইল। প্রজা সকল ক্রোধ, লোভ ও মিথ্যার বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ব্যবহারও কপটতায় পরিপূর্ণ হইল। পিতা মাতার সহিত পুত্রের; বন্ধুর সহিত বন্ধুর; ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার; এবং পতির সহিত পত্নীর পরস্পর কলহ উপস্থিত হইল। রাজা এই সকল ঘোর অমঙ্গল এবং মনুষ্যদিগের লোভাদি অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দেখিয়া আপন কনিষ্ঠ ভীম-

সেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! বন্ধুগণ কিরূপ আছেন; কৃষ্ণই বা কি করিতেছেন; এই সকল জানিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্বারকায় গিয়াছে; কিন্তু অদ্য সপ্ত মাস অতীত হইল তথাপি গৃহে প্রত্যাগমন করিল না। তাহার কারণও কিছু বুঝিতেছি না। দেবর্ষি নারদ বলিয়া গেলেন, কৃষ্ণ এক্ষণে আপনার লীলা-সাধন কলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ভীমসেন! সত্যই কি সেই কাল উপস্থিত হইল? কৃষ্ণ আমাদিগের যাবতীয় পুরুষার্থের মূল। আমরা তাঁহার অনু-গ্রহেই সম্পত্তি, রাজ্য, পত্নী, প্রাণ, কুল, সন্ততি, শত্রু-বিজয়, ও যজ্ঞানুষ্ঠান-জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছি। ভ্রাতঃ! বোধ হইতেছে, নারদের কথাই সত্য হইল। ঐ সকল ভৌম, দিব্য ও দৈহিক অনিমিত্ত দর্শন কর। উহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, আমাদিগের ভয় অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এই যে আমার বক্ষঃ, চক্ষু, বাহুদ্বয় ও হৃদয় পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতেছে, তাহাতেই জানিতেছি, শীঘ্রই আমাদিগের অমঙ্গল ঘটিবে। দেখ, উল্কামুখী শিবা সকল উদয়মাত্রই সূর্য্যের দিকে চাহিয়া শব্দ করিতেছে। কুক্কুরগণ অণুমাত্রও ভীত না হইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছে। কয়েক দিন অবধি গবাদি পশু সকল আমাকে বামে রাখিয়া গমন করি-তেছে। গর্দভ প্রভৃতি অশুভ শ্বাপদ সকল আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। অশ্বগণ নিরন্তর রোদন করিতেছে। দেখ, ঐ কপোতটাকে আমার যেন যমদূত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ পেচকটাও আমার মন কম্পিত করিতেছে। উহার প্রতি-

দ্বন্দ্বী ঐ কাকটাও কুৎসিত শব্দ করিতেছে। বোধ হইতেছে, যেন উহারা বিশ্বকে শূন্য করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছে। দিঙ্মণ্ডল ধূবরবর্ণ পরিধির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। মেদিনী পর্ব্বতের সহিত কম্পিত হইতেছে। বিনা মেঘে গর্জ্জিতের সহিত বজ্রপাত হইতেছে। বায়ু অগ্নিকণা বহন করিতেছে; এবং ধূলিরাশি উত্থিত করিয়া অন্ধকার করিয়াছে। জলদ-রাজী রক্ত বর্ষণ করিতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ভয় দেখিতেছি। ঐ দেখ, সূর্য্যের আর তাদৃশ প্রভা নাই। আকাশে গ্রহগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। রুদ্রের অনুচর সকল অন্যান্য প্রাণীদিগের সহিত মিলিত হইয়া অন্তরীক্ষ যেন প্রদীপ্ত করিয়াছে। নদ, নদী, সরোবর ও মনুষ্যদিগের মন ক্ষুব্ধ হইয়াছে। অগ্নি ঘৃতসংযোগেও প্রজ্বলিত হইতেছে না। জানি না, কালে ইহা অপেক্ষা কি ভয়ানক ব্যাপারই উপস্থিত হইবে। ভাই! চাহিয়া দেখ, বৎস সকল স্তন পান করিতেছে না। মাতৃগণও দুগ্ধ দিতেছে না। গাভী সকল রোদন করিতেছে। গোষ্ঠে বৃষভেরা আর আনন্দে ভ্রমণ করিতেছে না। দেব-প্রতিমা সকল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কম্পিত হইতেছেন। বোধ হইতেছে, যেন তাঁহারা রোদন করিতেছেন। এই সমস্ত জনপদ, গ্রাম, নগর, উদ্যান, আকর, ও আশ্রম শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ম্লান হইয়াছে। জানি না, আমাদিগের কি মহৎ দুঃখই উপস্থিত হইবে। বোধ হইতেছে, পৃথিবীর সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে; ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত ভগবানের চরণ-পদ্ম বুঝি আর ইহাতে নাই।

ব্রহ্মন্! যুধিষ্ঠির দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কপিধ্বজ অর্জ্জুন যদুপুরী হইতে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। রাজা দেখিলেন, ধনঞ্জয় অধোবদনে রোদন করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে কখনই তাঁহার এরূপ কাতরতা দেখেন নাই; সুতরাং নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সব্যসাচী বিশ্রাম করিলে পর তাঁহাকে বন্ধুদিগের সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের বান্ধব মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, সাত্বত, অন্ধক, ও বৃষ্ণি-বংশীয়েরা সকলে ত কুশলে আছেন? মহামান্য মাতামহ শূরের ত মঙ্গল? মাতুল বসুদেব ও তাঁহার কনিষ্ঠ ত ভাল আছেন? দেবকীপ্রভৃতি আমাদিগের সপ্ত মাতুলানী পরস্পর ভগিনী হন; তাঁহারা আপন আপন পুত্রবধূর সহিত ত কুশলে আছেন? রাজা উগ্রসেনের পুত্র অতি অসৎ; অতএব তাহার কথা জিজ্ঞাসা করি না। তিনি নিজে ও তাহার কনিষ্ঠ ত জীবিত আছেন? কৃতবর্ম্মা, জয়ন্ত, গদ, সারণ, শত্রুজিৎ প্রভৃতি কৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ এবং ভক্তের প্রভু ভগবান্ বলরামের ত মঙ্গল? বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে মহারথ প্রদ্যুম্নের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? যে অনিরুদ্ধ যুদ্ধস্থলে সাতিশয় আশ্চর্য্যজনক বেগ ধারণ করিয়া থাকেন তিনি ত সর্ব্ব মঙ্গলের আলয় হইয়া আনন্দে কাল যাপন করিতেছেন? অর্জ্জুন! চারুদেষ্ণ, সুষেণ, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান প্রধান পুত্রাদিগের ত কুশল? ঋষভপ্রভৃতি সকলে নিজ নিজ তনয়ের সহিত ত ভাল আছেন? শ্রুতদেব, উদ্ধব

প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং সুনন্দ, নন্দ-প্রমুখ ভক্ত-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকল রামকৃষ্ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া ত কুশলে আছেন? তাঁহাদিগের সকলেরই সহিত আমাদিগের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে; ভাই! তাঁহারা কি আমাদিগকে মনে করেন? ব্রাহ্মণদিগের হিতকারী ভক্তবৎসল ভগবান্ গোবিন্দ বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া আপন পুরস্থিত সুধর্ম্মা-নাম্নী সভায় ত কুশলে অবস্থিতি করিতেছেন? সেই অনন্ত আদ্য পুরুষ লোকের মঙ্গল, পালন, ও উদ্ধারের নিমিত্ত অনন্ত দেবের অবতার বলভদ্র সমভিব্যাহারে যদুকুলস্বরূপ সাগরে বাস করিতেছেন। যদু-বংশীয়েরা তাঁহারই বাহুবল দ্বারা রক্ষিত আপনাদিগের পুরীতে বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরের ন্যায় ত্রিলোক-পূজিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছেন। সত্যভামা প্রভৃতি তাঁহার ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ তপস্যাদি কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া নিরন্তর স্বামীর পাদপদ্মই সেবন করিয়া থাকেন। যদুপতি যুদ্ধে দেবতা সকলকে জয় করিয়া তাঁহাদিগকে দেব-ভোগ্য পারিজাতাদি আনিয়া দেন; অতএব তাঁহারা ইহ লোকে থাকিয়াই শচীর ন্যায় স্বর্গ-সুখ ভোগ করেন। যদুবংশীয় বীর সকল মাধবের বাহুবল-প্রভাবে প্রতিপালিত হইয়া কাহাকেও ভয় করেন না; বল-পূর্ব্বক আনীত দেবোচিত সুধর্ম্মা-নাম্নী সভার মঞ্চে অনায়াসেই পাদক্ষেপ করেন। ভ্রাতঃ! সেই যদুনন্দন গোবিন্দ ত কুশলে আছেন?

তাত! তোমার নিজের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? তোমাকে এরূপ তেজোভ্রষ্ট দেখিতেছি কেন? বহু কাল বন্ধু-

দিগের ভবনে বাস করিয়াছিলে বলিয়া কি তাঁহারা তোমার অবমাননা করিয়াছেন? তাঁহাদিগের নিকট কি যথোচিত সম্মান পাও নাই? কেহ কি তোমায় প্রেমশূন্য অমঙ্গল পরুষ বাক্যে তাড়না করিয়াছে? কোন অর্থী তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে তুমি কি তাহাকে অভাব বশতঃ "দিব" বলিতে সমর্থ হও নাই? অথবা "দিব" বলিয়া অঙ্গীকার করত প্রথমে কাহারও আশা বৃদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে তাহা দান কর নাই? তুমি লোককে শরণ দিয়া থাক; সেই হেতু কোন ব্রাহ্মণ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যোগী, কি স্ত্রী, কেহ তোমার শরণাগত হইলে পর তুমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ? তুমি কি কোন অগম্যা নারীকে গমন করিয়াছ? কোন গম্যা স্ত্রীর বসন মলিন দেখিয়া তাহাকে কি পরিত্যাগ করিয়াছ? পথে তোমার সমান বা তোমার নিকৃষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট কি পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছ? ভোজন করাইবার যথার্থ পাত্র বৃদ্ধ বা বালককে পরিত্যাগ করিয়া কি তুমি স্বয়ং ভোজন করিয়াছ? কোন অকর্ত্তব্য নিন্দনীয় কার্য্য ত কর নাই? প্রাণের সখা কৃষ্ণকে না দেখিয়া কি আপনাকে শূন্য ভাবিতেছ? বৎস! ইহা ভিন্ন তোমার ত আর কোন শোকের কারণ দেখিতেছি না।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ননামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অর্জ্জুন কৃষ্ণের বিরহ-জন্য একে অতি কৃশ হইয়াছিলেন; তাহাতে আবার এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে নানা আশঙ্কার সঞ্চার অনুমান করিয়া তাঁহার তালু শুষ্ক হইল এবং হৃদয়-সরোজের প্রভা দূরে পলায়ন করিল। তিনি মনে মনে সেই বিভুকেই চিন্তা করিতে ছিলেন, সুতরাং সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। অবশেষে অতি কষ্টে বিগলিত অশ্রু কর দ্বারা মার্জ্জন এবং চক্ষুর অভ্যন্তর-বাহিনী বারিধারা চক্ষেই ধারণ করিলেন। কৃষ্ণকে না দেখিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সুতরাং তিনি একান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর মাধবের হিতৈষিতা, উপকারিতা ও বন্ধুতা মনে করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! বন্ধুরূপী হরি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। আর্য্য! তিনি দেবের বিস্ময়-জনক আমার সেই তেজঃ হরণ করিয়াছেন। যেরূপ পিত্রাদি প্রিয় ব্যক্তি সকল প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইলে, তাঁহাদিগকে প্রেত বলা যায়; সেইরূপ তাঁহার সহিত ক্ষণ কালের নিমিত্তও বিচ্ছেদ হইলে, লোকের আর তাদৃশ শ্রী থাকে না। তাঁহারই বলে দ্রুপদ রাজার ভবনে আমি ধনুঃগ্রহণ করিয়াই স্বয়ংবরে সমাগত কামোন্মত্ত রাজাদিগের বল হরণ, মৎস্য-ভেদ ও দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমার সহায় ছিলেন বলিয়াই

আমি দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে জয় করিয়া তাঁহার খাণ্ডব বন অগ্নিকে আহারের নিমিত্ত অর্পণ করি। তাঁহার সাহায্যেই খাণ্ডবদাহ হইতে অদ্ভুত-শিল্পী ময়কে রক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা আপনার রাজসূয়সময়ে সভা নির্ম্মাণ করাই এবং তাঁহার সাহায্যেই দূরবর্ত্তী রাজাদিগের নিকট হইতে যজ্ঞ-সাধন-সামগ্রী আহরণ করি। মহারাজ! অযুত-নাগতুল্য বীর্য্যশালী আপনার অনুজ ভীমসেন তাঁহারই তেজো দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ সকল রাজারই মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিল। আপনার স্মরণ থাকিবে, যখন আপনি রাজসূয় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, তখন জরাসন্ধ মহা-ভৈরবের যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পৃথবীস্থ সকল রাজাকেই আপনার নগরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। মারুতি তাহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করেন। অবশেষে তাঁহারা উপঢৌকন লইয়া আপনার যজ্ঞে উপস্থিত হন। রাজন্! দুঃশাসন প্রভৃতি ধূর্ত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার পত্নীর রাজসূয়-যজ্ঞাভিষেক-জন্য অতি পবিত্র রমণীয় কবরী আকর্ষণ করিয়া মোচন করে। সাধ্বী সেই অবমাননা চিন্তা করত রোদন করিয়া আস্য-বাহিনী অশ্রুধারায় কৃষ্ণের পাদযুগল অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ভীমসেন অবশেষে সেই কৃষ্ণেরই তেজোদ্বারা তাহাদিগের পত্নীদিগকে বিধবা করিয়া সকলের কবরী মোচন করেন। আমাদিগের শত্রু দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দুর্বাসা মুনি যখন ভোজন করিবার নিমিত্ত দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে বন-বাস-সময়ে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন, তখন আমরা

তাঁহার অভিসম্পাত-ভয়রূপ মহাবিপদে নিমগ্ন হই। মাধব সেই সময় আসিয়া রন্ধন-পাত্র-লগ্ন শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া আমাদিগকে সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পর স্নানের নিমিত্ত সরোবর-সলিলে নিমগ্ন মহর্ষি দুর্বাসা ও তাঁহার শিষ্যগণ ত্রিলোক পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া সেই স্থান হইতেই পলায়ন করেন।

আর্য্য! আমি সেই যদুনন্দনেরই তেজে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া গিরিশ ও গিরিজাকে সন্তুষ্ট করি। পশুপতি তাহাতেই প্রসন্ন হইয়া আমাকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন। অন্যান্য লোকপালদিগের নিকটও সেই রূপেই বিবিধ দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হই। পুরন্দরও সেই মাহাত্ম্যে আমার সহিত এক আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। হে অজমীড়-নন্দন! যখন আমি স্বর্গে থাকিয়া গাণ্ডীব-হস্তে ক্রীড়া করিতাম, তখন আমার বাহুদ্বয় সেই মাধবের প্রভাবেই প্রভাবশালী হইয়াছিল; সেই কারণে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিবাতকবচাদি-শত্রু-বিনাশের নিমিত্ত উহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! সেই সখা এক্ষণে আমায় বঞ্চনা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সহায় করিয়াই একাকী রথারোহণে ভীষ্মাদি-রূপ-ভীষণ-গ্রাহ-সঙ্কুল দুস্তর কুরু-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। উত্তর গোগ্রহে যখন শত্রুগণ গোধন হরণ করে, তখন আমি তাঁহারই প্রভাবে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া সে সমুদায় প্রত্যাহরণ এবং সম্মোহন শস্ত্রে মোহিত করিয়া সকলের মস্তক হইতে তেজের আলয়ভূত মুকুট-

মণি, উষ্ণীশ ও অন্যান্য প্রভূত ধন গ্রহণ করি। বিভো! যুদ্ধ সময়ে তিনিই সারথিরূপে আমার অগ্রে থাকিয়া ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ ও শল্যরাজের অসংখ্য ক্ষত্রিয়-পূরিত সৈন্যদিগের উৎসাহ, শক্তি, বল ও অস্ত্রকৌশল দৃষ্টিমাত্রেই হরণ করিয়াছিলেন মহারাজ! যেরূপ পূর্ব্ব কালে অসুরগণ প্রহ্লাদের কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ আমি তাঁহার বাহুযুগল আশ্রয় করিয়াছিলাম বলিয়াই দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা, শল্য, জয়দ্রথ ও বাহ্লীকের অমোঘবীর্য্য অস্ত্র সকল আমাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। হায়, আমার কি দুর্মতিই ঘটিয়াছিল! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মোক্ষের নিমিত্ত যে আত্মেশ্বর ভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করেন, আমি তাঁহাকে সারথে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। জয়দ্রথ-বধ-সময়ে আমার রথ-বাহী অশ্বগণ শ্রান্ত হইলে পর যখন আমি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয় বাণ দ্বারা পৃথিবী ভেদ করত তাহাদিগকে জল পান করাই তখন তাঁহার প্রভাবেই শত্রুগণ আমাকে প্রহার করিতে সম হয় নাই। রাজন্! মাধব উদারতা ও গাম্ভীর্য্য-সূচক হাস করিয়া আমার সহিত যে পরিহাস এবং "হে সখে!" "হে পার্থ!" "হে অর্জ্জুন!" "হে কুরুনন্দন!" বলিয়া যে মধু সম্বোধন করিতেন, সে সকলই আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে। যখনই স্মরণ হইতেছে চিত্ত তখনই একবারে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। অসামান্য-সখ্য-নিবন্ধন আমরা উভয় প্রায়ই একত্র শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, স্ব স্ব গুণ খ্যাপন ভোজন করিতাম। যদি দৈবাৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত তাহ

হইলে আমি তাঁহাকে "অহে, তুমি কি সত্যবাদী!" বলিয়া তিরস্কার করিতাম। কিন্তু তিনি, মিত্র মিত্রের এবং পিতা পুত্রের ন্যায় নিজ মহত্ত্বগুণে আমার কুবুদ্ধিজন্য সে সমুদায় অপ-রাধই সহ্য করিতেন।

নৃপ-শ্রেষ্ঠ! সেই পুরুষোত্তম প্রিয় সখা এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আমার দেহে আর হৃদয় নাই। আমি তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম। পথে কতকগুলি নীচ গোপ আসিয়া অবলার ন্যায় আমাকে অনায়াসে পরাজয় করিয়া গিয়াছে। আমার সেই ধনুঃ, সেই বাণ, সেই রথ, সেই অশ্ব, সকলই রহিয়াছে। আমিও সেই রথীই আছি। পূর্ব্বে নৃপতিগণ এই সকলের নিক-টই নত হইত। কিন্তু ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ক্ষণ কালের মধ্যেই সে সমুদায় একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। যেমন বিধিবৎ মন্ত্রো-চ্চারণপূর্ব্বকও ভস্মে হোম করিলে কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না; যেমন অতি প্রসন্ন কুহক-কারের নিকট কোন সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে লাভ দর্শে না; যেমন ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে ফল উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমি একবারে নিষ্ফল হইয়াছি।

রাজন্! আপনি যে বান্ধব যদুবংশীয়দিগের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তাঁহারা বিপ্রশাপ বশতঃ মদ্যপানে হতজ্ঞান হইয়া পরস্পর যেন পরস্পরকে আত্মীয় বলিয়া চিনিতে না পারিয়াই মুষ্টি প্রহার দ্বারা আপনাপনি বিনষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল চারি বা পঞ্চ

জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন। ঈশ্বরের লীলাই এইরূপ; জীব আপনাপনিই পরস্পর পরস্পরকে পালন ও বিনাশ করিয়া থাকে। রাজন্! সলিলগর্ব্ভচারী বৃহৎকায় মৎস্য প্রভৃতি যেমন ক্ষুদ্রতর মৎস্যাদি ভক্ষণ করে, তেমনি বলবানেরা আপন অপেক্ষা দুর্ব্বল জীবগণকে বিনাশ করে। এই নিয়ম অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ বলিষ্ঠ যাদবদিগের দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল যাদবগণকে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন। আর্য্য! ইহার পর আর আমার বলিবার শক্তি নাই। গোবিন্দের, দেশ এবং কালোচিত অর্থ-যুক্ত হৃত্তাপাপহারী বাক্য সকল স্মরণ করিয়া আমার মন বিকল হইতেছে।

সূত বলিলেন, এই রূপে অতিগাঢ়-সৌহার্দ্দ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল চিন্তা করিতে করিতেই অর্জ্জুনের বুদ্ধি শোক-রহিত হইয়া বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিল। ধনঞ্জয় সংগ্রামসময়ে বাসুদেবের নিকট যে জ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা এত দিন কাল, কর্ম্ম, ও ভোগাভিনিবেশ নিবন্ধন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল; কিন্তু বসুদেব-তনয়ের চরণ-চিন্তনজন্য দ্বিগুণিত-বেগ-শালিনী ভক্তির সহযোগে এক্ষণে তাঁহার কামাদি নষ্ট হইল; সুতরাং তিনি সেই জ্ঞান পুনর্ব্বার লাভ করিলেন। তখন "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া বোধ হওয়াতে তাঁহার অবিদ্যা দূর হইল; অতএব সত্বাদি গুণও ক্ষয় পাইল। সেই হেতু গুণের কার্য্যভূত সূক্ষ্ম-শরীর-বিষয়ক জ্ঞানও তিরোহিত হইল। চরমে স্থূল-দেহ বলিয়াও বোধ থাকিল না। অতএব দ্বৈত-ভ্রম-শূন্য হইয়া তিনি শোক পরিত্যাগ করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবানের পথ অবলোকন এবং যদুকুলের ধ্বংস-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বর্গ গমন করিতেই স্থির করিলেন। কুন্তীও ধনঞ্জয়ের মুখে যদুবংশের নাশ এবং ভগবানের গতি শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তির সহিত সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষে আত্মা সমর্পণ করত সংসার হইতে বিরত হইলেন।

সূত বলিলেন, ভগবন্! আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যান্য যাদবদিগের হইতে ভগবানের অনেক ভেদ আছে। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য শুনিয়াও সেই বিষয় বিবেচনা করুন্। যেরূপ এক কণ্টক দ্বারা অপর কণ্টককে উদ্ধার করা যায়, সেইরূপ জন্মরহিত পরমেশ্বর, প্রথমতঃ যাদবশরীর দ্বারা ভূভারভূত শরীর সংহার, পশ্চাৎ তাহাকেও পরিত্যাগ করিলেন। তিনি নটের ন্যায় মৎস্যাদি-রূপ ধারণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন।

লোভনীয়যশাঃ ভগবান্ মুকুন্দ যে দিন দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, অবিবেকীদিগের অমঙ্গলকারী কলি সেই দিনই পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির অতি পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং লোভ, মিথ্যা, কৌটিল্য এবং হিংসাদি অধর্ম্ম—চক্রকে চলিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, আপনার রাজ্যে, নগরে, গৃহে ও দেহে কলির সঞ্চার হইয়াছে। অতএব অবিলম্বেই মহাপ্রস্থান করিবার যোগ্য বসন পরিধান করিলেন।

অনন্তর সম্রাট্ আপনার ন্যায় গুণশালী, বিনি-যতাত্মা পৌত্রকে সাগর-সলিল-রূপ বসনে বেষ্টিত পৃথিবীর রাজা করিয়া

হস্তিনাপুরের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। মথুরায় অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে শূরসেনের অধিপতি করিয়া দিলেন। অবশেষে প্রজাপতি-দৈবত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গার্হপত্যাদি তিন অগ্নিকে আত্মাতে সমর্পণ করিলেন। সেই সময়েই দুকূল ও বলয় প্রভৃতি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মমতা, অহঙ্কার এবং অশেষ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়দিগকে মনে; মনকে প্রাণে; প্রাণকে অপানে; মূত্র-পূরীষাদি-পরিত্যাগ-রূপ কার্য্যের সহিত অপানকে মৃত্যুতে; মৃত্যুকে পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ দেহে; দেহকে রজঃ তমঃ ও সত্ব নামক গুণত্রয়ে; গুণত্রয়কে সকলের আরোপ-হেতু অবিদ্যায়; অবিদ্যাকে জীবাত্মায় এবং আত্মাকে সাক্ষিরূপ অব্যয় ব্রহ্মে লীন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। চীর পরিধান, আহার পরিত্যাগ এবং মৌন অবলম্বন করিলেন। কেশ মুক্ত করিয়াই রাখিলেন।

এই রূপে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া রাজা অবশেষে বধিরের ন্যায় কাহারও বাক্যে কর্ণপাত এবং কাহারও অপেক্ষা না করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। নির্গত হইয়া হৃদয়ে পরম ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মহাত্মা পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলে সেই দিকেই গমন করিয়াছিলেন। সে পথ অবলম্বন করিলে আর ফিরিতে হয় না। অধর্ম্ম-বন্ধু কলি পৃথিবীর প্রজাদিগকে আক্রমণ করিলেন, দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারাও নিশ্চিত চিত্তে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মাদি সকল বিষয় উত্তম রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন; অতএব বৈকুণ্ঠনাথের পাদপদ্মকেই আত্মার

আত্যন্তিক শরণ রূপে স্থির করিয়া তাহাই ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান করিতে করিতেই তাঁহাদিগের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল। তাহাতে বুদ্ধি নির্মল হইয়া উঠিল; সুতরাং নারায়ণের যে পাদযুগল নিষ্পাপ ব্যক্তিদিগের নিবাস-স্থান তাঁহারা তাহাতেই পরম গতি লাভ করিলেন। বিষয়াসক্ত অসাধু ব্যক্তিরা তাহা কখনই পাইতে পারে না।

এ দিকে বিদুরও শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া প্রভাসতীর্থে আপনার দেহ ত্যাগ করত তাঁহাকে লইবার নিমিত্ত আগত পিতৃদিগের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দ্রৌপদী দেখিলেন, তাঁহার স্বামিগণ পরস্পর কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন। তখন তিনি ভগবান্ বাসুদেবে একমন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন।

যাঁহারা ভগবানের প্রিয় পাত্র পাণ্ডুপুত্রদিগের পরম-স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ এই পবিত্র সংপ্রয়াণ-বিবরণ শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহারা হরি-ভক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধ হইতে পারেন।

যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ-নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর শ্রেষ্ঠগুণশালী ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্রাদি জন্মিলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি যেরূপ জাতকর্ম্ম-বেত্তা পণ্ডিতদিগের উপদেশ গ্রহণ করেন, রাজা সেইরূপ সকল রাজকার্য্যে বিপ্রগণের অনুমতি লইতে লাগিলেন। তিনি ভূপতি উত্তরের ইরাবতী-নাম্নী দুহিতাকে বিবাহ করিলেন। ক্রমে তাঁহার গর্ভে জনমেজয়প্রভৃতি চারি সন্তান উৎপন্ন হইল। নরনাথ কৃপাচার্য্যকে গুরু করিয়া গঙ্গাতীরে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করত প্রভূত দক্ষিণা দান করিলেন। তাঁহার সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া দেবগণ মানবদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ কোন সময় দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া দেখিলেন, এক স্থানে কলি শূদ্ররূপি-রাজ-চিহ্ন ধারণ করিয়া গোমিথুনের কলেবরে পদাঘাত করিতেছেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা আপনার বীর্য্য দ্বারা তাঁহার দণ্ড বিধান করিলেন।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূত! পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়-কালে কি নিমিত্ত বধ না করিয়া কলিকে কেবল দণ্ড করিলেন; কলি নিকৃষ্ট শূদ্র, রাজার বেশ ধারণ করিয়াই ত গোমিথুনের অঙ্গে পদাঘাত করিতেছিল? মহাভাগ! যদি এই বিষয়ের

সহিত শ্রীকৃষ্ণের, অথবা তাঁহার পাদপদ্মের মকরন্দ-লেহী সাধুদিগের কথার সহিত কোন সংশ্রব থাকে, তাহা হইলে, উল্লেখ কর। অন্যথা হইলে বলিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ অসৎ আলাপে কেবল পরমায়ুর ক্ষয় ভিন্ন অন্য কোন ফলই দর্শে না। অল্পায়ু, মৃত্যুশীল, অথচ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের মৃত্যুভূত যে যম, আমরা এই যজ্ঞে পশু-বধ-কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছি। অন্তক যে পর্য্যন্ত এই স্থলে বাস করিবেন, সে পর্য্যন্ত কেহই মরিবে না। পরমর্ষি সকল এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। এক্ষণে লোকে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া হরির লীলা-রূপ-অমৃত-সংপৃক্ত বাক্য পান করিতে থাকুক্। অলস ও মন্দবুদ্ধি মনুষ্যদিগের পরমায়ুর রাত্রিভাগ নিদ্রায় এবং দিবাভাগ বৃথা কর্ম্মেই শেষ হইতেছে।

সূত বলিলেন, যুদ্ধ-কুশল রাজা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে অবস্থিতি করিয়া যখন শুনিলেন, কলি তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন ক্রুদ্ধ এবং যুদ্ধকৌতুক-বশতঃ কিঞ্চিৎ হৃষ্টও হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত শরাসন গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বেই নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, শ্যামবর্ণ-তুরঙ্গ-যুক্ত, সিংহধ্বজ-শোভিত রথ সজ্জীকৃত হইল। রাজা তাহাতেই আরোহণ করিয়া দিগ্বিজয় করিতে যাত্রা করিলেন। অসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি সঙ্কুল সৈন্য চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ভূপতি ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, উত্তর, কুরু ও কিম্পুরুষ বর্ষ জয় করিয়া রাজাদিগের নিকট কর

গ্রহণ করিলেন। সেই সেই দেশের প্রজা সকল কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-বর্ণনের সহিত তাঁহার মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষদিগের যশঃ; অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি হইতে তাঁহার আপনার পরিত্রাণ এবং যাদব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ ও কৃষ্ণভক্তি গান করিতে লাগিল। অভিমন্যুতনয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। হর্ষভরে তাঁহার নেত্র-যুগল বিস্ফারিত হইল। তিনি আনন্দে প্রজাদিগকে মহামূল্য বসন এবং মণিময় হার পুরস্কার দিলেন। ত্রিলোক যে বিষ্ণুকে নমস্কার করে, তিনি প্রিয় পাণ্ডবদিগের সারথ্য, দৌত্য, সভারক্ষা, দ্বারপালের ন্যায় অসি হস্তে করিয়া নিশিযোগে দ্বাররক্ষা, আজ্ঞাপ্রতিপালন, স্তব ও প্রণাম করিয়াছিলেন; গায়কদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া সেই বিষ্ণুর চরণারবিন্দে রাজার ভক্তি জন্মিল। ব্রহ্মন্! পরীক্ষিৎ এই রূপে প্রতিদিন পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার-ব্যবহার-বিষয়ক সংগীত শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর অবিলম্বেই যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া উঠিল তাহা শ্রবণ করুন্।

বৃষভরূপী ধর্ম্ম এক পদে ভ্রমণ করিতে করিতে বিবৎসা গাভীর ন্যায় হতপ্রভা অশ্রুবদনা গোদেহ-ধারিণী পৃথিবীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! শারীরিক ভাল আছ ত? বাহিরে তোমার কোন ব্যাধিরই চিহ্ন দেখিতেছি না বটে; কিন্তু তোমার মলিন প্রভা ও বিবর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি মহতী মনঃপীড়া সহ্য করিতেছ। মাতঃ! কোন দূরস্থ আত্মীয়ের জন্য কি শোক করিতেছ? তিন পদ

ভগ্ন দেখিয়া কি তোমার দুঃখ হইতেছে? ইহার পর তোমাকে শূদ্রে ভোগ করিবে ভাবিয়া কি কাতর হইয়াছ? আমার লোকে আর যজ্ঞ করিবে না; সুতরাং দেবতাদিগের যজ্ঞাংশ লোপ হইল। সেই মনে করিয়া কি তাঁহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছ? কালপ্রভাবে পুরন্দর আর যথাকালে বর্ষণ না করাতে প্রজাদিগের ক্লেশ হইতেছে; সেই জন্যই কি তোমার দুঃখ হইয়াছে? এক্ষণে স্বামী স্ত্রীদিগকে এবং পিতৃগণ সন্তানদিগকে রক্ষা করেন না; প্রত্যুত রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন; জননি! সেই কারণেই কি খেদ করিতেছ? এখন বাগ্‌দেবী সদাচার-বিহীন ব্রহ্মকুল আশ্রয় করিয়াছেন; এবং ব্রাহ্মণ সকল দ্বিজদ্বেষী ক্ষত্রিয়দিগের ভৃত্য হইয়াছেন; তাহাতেই কি তোমার কষ্ট বোধ হইয়াছে? ক্ষত্রিয়গণ কলির প্রভাবে জ্ঞান হারাইয়াছে; সেই জন্যই কি কাতর হইয়াছ? ঐ সকল অজ্ঞান রাজাদিগের হইতেই উত্তর কালে রাজ্যনাশ হইবে; সেই হেতু কি শোক করিতেছ? প্রজা সকল নিষেধ না মানিয়া যে খানে সে খানে নিজ নিজ বাসনা অনুসারে ভোজন, পান, শয়ন, অবস্থিতি ও স্ত্রী-সংসর্গ করিতেছে; তাহাতেই কি খিন্ন হইয়াছ? ভগবান্ তোমার ভূরি-ভার-হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে মোক্ষ হয়। সেই হরি এক্ষণে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। তুমি তাহাই মনে করিয়া কি শোক করিতেছ? বসুন্ধরে! তুমি যে শোকজন্য এতাদৃশ ক্ষীণ হইয়াছ, আমাকে তাহার কারণ বল। পূর্ব্বে তোমার যে

সৌভাগ্যে দেবতারাও স্পৃহা করিতেন, বলবান্ কাল কি এক্ষণে তাহা হরণ করিয়াছে?

পৃথিবী বলিলেন, ধর্ম্ম! তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, নিজে তুমি সে সকলই জান; তথাপি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর।

হে দেবশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে তুমি যাঁহার প্রভাবে চারি পদে পূর্ণ হইয়া লোকের সুখ বৃদ্ধি করিতে; এবং সত্য, শৌচ, দয়া, ক্রোধসংযম, মুক্তহস্ততা, সন্তোষ, সরলতা, মনঃস্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়-দমন, স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন, সমদৃষ্টিতা, অপরাধ-সহিষ্ণুতা, লাভে উপেক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা, আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, আত্মদমন, বীরতা, ইন্দ্রিয়বল, বল, কর্ত্তব্য-বিবেচনা, স্বাধীনতা, কার্য্যনৈপুণ্য, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, মৃদুচিত্ততা, বুদ্ধি-প্রতিভা, বিনয়, সৎস্বভাব, মনের পটুতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দক্ষতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্ষিপ্র-কারিতা, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, পূজ্যতা, নিরহঙ্কার, ব্রাহ্মণদিগের হিতৈষিতা, শরণ্যত্ব প্রভৃতি মহত্ত্বাভিলাষী সাধুদিগের বাঞ্ছিত গুণসমূহ যাঁহাতে অক্ষয় হইয়া অবস্থিতি করিত, সেই নিখিল-গুণ-নিবাস শ্রীনিবাস লোকদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি পাপের হেতু-ভূত কলির দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। আমি সেই জন্যই শোক করিতেছি। আমার আপনার, তোমার এবং দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সাধু, চতুর্বর্গ ও আশ্রম সকলের ভাবিদশা ভাবিয়াও আমার খেদ হইতেছে।

হে দেবোত্তম! শ্রীকৃষ্ণের বিরহ কোন মতেই সহ্য করা

যায় না। দেখ, ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যাঁহার কটাক্ষলাভের নিমিত্ত বহু কাল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ্মী আপনার নিবাসভূত পদ্মবন পরিত্যাগ করিয়া একান্ত অনুরাগের সহিত তাঁহার চরণ-সৌন্দর্য্য সেবা করেন। তাঁহার ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত চরণচিহ্ন যখন আমার অঙ্গের আভরণ ছিল, তখন আমি শোভায় ত্রিলোককে অতিক্রম করিয়াছিলাম। ভগবানের সেই সম্পত্তি লাভ করিয়া আমার গর্ব্বের সীমা ছিল না। বোধ হয়, সেই হেতুই উহা নষ্ট হইল, এবং তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। অসুর-বংশ-সম্ভূত রাজাদিগের শত শত অক্ষৌহিণী আমার অসহ্য-ভার-স্বরূপ হইয়াছিল; ভগবান্ সেই ভার হরণের নিমিত্ত যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মনোহর শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম! তখন তোমারও পদ ভগ্ন হইয়াছিল; তজ্জন্য তুমি দুরবস্থাও প্রাপ্ত হইয়াছিলে; কিন্তু তিনি আপনার পৌরুষ দ্বারা পূর্ণপদ করিয়া তোমাকে সুস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন্ কামিনীই বা তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারে? সত্যভামা প্রভৃতি মহিষী সকল সাতিশয় মানিনী ছিলেন; তাঁহারা যখন তখন মান করিয়া স্তব্ধ ভাবে থাকিতেন। কিন্তু কৃষ্ণের প্রেম-মৃক্ষিত কটাক্ষ ও মধুর হাস্য দর্শন এবং মোহন বাক্য শ্রবণ করিয়াই চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। তখন আর তাঁহাদিগের সে স্তব্ধ ভাব থাকিত না। তাঁহারা তৎক্ষণমাত্রেই মান ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতেন। আমি যখন তাঁহার চরণ-স্পর্শ অনুভব করিতাম, তখন দূর্ব্বাদি-চ্ছলে আমার অঙ্গে

রোমোদ্গম হইত। তাঁহার চরণোদ্ধৃত-ধূলি-পটলে আমি কত শোভাই ধারণ করিতাম!

পৃথিবী ও ধর্ম্ম পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় রাজা পরিক্ষীৎ তাঁহাদিগের নিকট দিয়া পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

পৃথিবী ও ধর্ম্মের কথোপকথন-নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ সরস্বতীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করিয়া দণ্ড-হস্তে এক অনাথ গোমিথুনকে তাড়না করিতেছে। ঐ মিথুনের মধ্যে বৃষভটী মৃণালের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; শূদ্রের তাড়ন-ভয়ে ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ করিয়া ক্ষীণ এবং এক পদে দাঁড়াইয়া কম্পিত হইতেছে। ধর্ম্মের সাধন-ভূত-ঘৃতোৎপাদিনী গাভীটী শূদ্রের পাদ-প্রহারে অতিশয় কৃশ হইয়াছে; মৃতবৎসার ন্যায় রোদন করিতেছে; এবং তৃণ ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে।

রথারূঢ় রাজা পরীক্ষিৎ এই সমস্ত দর্শন করিয়া স্বর্ণময় পরিকর বন্ধন এবং কার্ম্মুকে শর-যোজন করত মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সেই শূদ্র রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

তোমার এত কি বল আছে যে, আমার শরণাগত প্রজাদিগকে বল প্রকাশ করিয়া বিনাশ করিতেছ? তোমার কর্ম্ম দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি শূদ্র; নটের ন্যায় রাজবেশ ধারণ করিয়াছ। কৃষ্ণ ও গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন এক্ষণে দূরে প্রস্থান করিয়াছেন দেখিয়া কি তুমি নির্জ্জনে প্রাণী বধ করিতে সাহসী হইয়াছ? ইহাতে তোমার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে; অতএব তোমাকে বধ করাই উচিত।

তুমিই বা কে? তুমি কি কোন দেবতা বৃষরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে দুঃখিত করিবার নিমিত্ত এক পদে ভ্রমণ করিতেছ? তোমার আর তিন পদ কি রূপে নষ্ট হইল? কৌরবগণ ভূমণ্ডলে প্রজাদিগকে যেন বাহুদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াই প্রতিপালন করেন। তুমি ভিন্ন তাঁহাদিগের রাজ্য-মধ্যে আর কাহাকেও অশ্রু পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই। হে সুরভিনন্দন! আর রোদন করিও না! এই শূদ্র হইতেও আর ভয় পাইবার আবশ্যক নাই। মাতঃ! তুমিও রোদন করিও না। আমি সর্ব্বদাই খল ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকি; অতএব তোমার মঙ্গল হইবে। সাধ্বি! যে অসাবধানী রাজার রাজ্যে অসৎ ব্যক্তিরা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করে, তাঁহার যশঃ, পরমায়ুঃ, সৌভাগ্য ও পরলোক সকলই নষ্ট হয়। পীড়িত ব্যক্তির পীড়া দূর করাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অতএব আমি এই প্রাণি-হিংসক অধমের প্রাণ হরণ করিব। হে সুরভিনন্দন! তুমি চতুষ্পাদ; তোমার অপর তিনটি পদ কে ছেদ করিয়াছে? কৃষ্ণের বশবর্ত্তী কৌরববংশীয় রাজাদিগের রাজ্যে

তোমার ন্যায় দুঃখী ত কাহাকেও দেখি নাই। বৃষ! তোমরা নিরপরাধী সাধু; অতএব যে তোমাকে এইরূপ অঙ্গহীন এবং পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তি দূষিত করিয়াছে, শীঘ্র তাহার নামোল্লেখ কর। তাহা হইলে তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। যে ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া এই ভূমণ্ডল-মধ্যে নিরপরাধী প্রাণী-দিগকে বিনাশ করে, সে সাক্ষাৎ দেবতা হইলেও আমি তাহার অঙ্গদ-শোভিত বাহুচ্ছেদ করি। স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন এবং নিরর্থক ধর্ম্মত্যাগী অসাধু মনুষ্যগণকে শাসন করাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম বলিলেন, যে পাণ্ডুপুত্রেরা গুণ-বলে বশীভূত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দৌত্যপ্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই রূপে আর্ত্ত ব্যক্তি-দিগকে অভয় প্রদান করা আপনার সমুচিতই হইয়াছে। কিন্তু হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রাণীদিগের এই সকল ভয় যে কোন্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমরা জানি না। বিবদমান ব্যক্তিদিগের পরস্পর বিসংবাদী বাক্যে আমাদিগের বুদ্ধি মুগ্ধ হইয়াছে। যে সকল যোগীদিগের ভেদ-জ্ঞান নাই, তাঁহারা কহিয়া থাকেন, আত্মা আপনিই আপনাকে সুখ দুঃখ ভোগ করান। দৈবজ্ঞেরা বলেন, গ্রহাদি-রূপ দেবতাই সুখ-দুঃখ-দানের কর্ত্তা। মীমাংসকদিগের নিকট শুনিতে পাই, কর্ম্ম ভিন্ন আর কেহই জীবকে সুখী বা দুঃখী করিতে পারেন না। কেহ বা বলিয়া থাকেন, আমরা স্বভাব হইতেই সুখ দুঃখ ভোগ করি। ঈশ্বর-বাদী পণ্ডিত অতি অল্প; তাঁহারাই কেবল

সিদ্ধান্ত করেন, সুখ ও দুঃখ বাক্যমনের অগোচর পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। রাজর্ষে! আপনি বুদ্ধিমান্; অতএব আপনার বুদ্ধি দ্বারাই এই সকল মতের সত্যাসত্য বিচার করুন্।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনক! ধর্ম্ম এই কথা বলিলে পর রাজা পরীক্ষিৎ বিশেষ মনোযোগ সহকারে চিন্তা করত অজ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম বলিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, ঘাতককে বিশেষ রূপে জানিয়াও স্পষ্ট করিয়া তাহার নামোল্লেখ করিবে না; কারণ যে ব্যক্তি ঘাতককে জানাইয়া দেয়, সেও তাহারই ন্যায় দুর্গতি লাভ করে। তুমি এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকে উত্তর করিলে; অতএব বোধ হইতেছে, তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; বৃষের রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছ। আরও এক স্থির সিদ্ধান্ত আছে; জগতের সমুদায় কার্য্যই ঈশ্বরের মায়ায় হইতেছে; অতএব মনুষ্য বাক্য বা মনের দ্বারা, কে ঘাতক এবং কে বধ্য, ইহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারি পদ ছিল। তাহার মধ্যে প্রথম তিনটী বিস্ময়, বিষয়সঙ্গ ও গর্ব্ব দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে সত্যরূপ তোমার একমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে। তুমি তাহাই আশ্রয় করিয়া কোন মতে অবস্থিতি করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়াছ। কিন্তু অধর্ম্মরূপী কলি ক্রমশঃ মিথ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া তোমার সে পদটীও ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বুঝিলাম, এই গাভী

সাক্ষাৎ পৃথিবী। ভগবান্ একের দ্বারা অন্যকে বিনাশ করিয়া ইহাঁর ভূরি ভার হরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পর বিপ্রদ্বেষী নৃপ-বেশ-ধারী শূদ্রগণ ইহাঁকে ভোগ করিবে। স্বাধ্বী সেই হেতু হতভাগিনীর ন্যায় রোদন করিতেছেন।

মহারথ পরীক্ষিৎ ধর্ম্ম ও পৃথিবীকে এই প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া অধর্ম্মের কারণ-ভূত কলির প্রতি শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কলি তাঁহাকে বধোদ্যত দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইল এবং রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদ-যুগল স্পর্শ করিল। দীনবৎসল রাজা পরীক্ষিৎ তাহাকে চরণ-নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শরণাগত বোধে বিনাশ করিলেন না। ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কলে! আমরা অর্জ্জুনের খ্যাতি রক্ষা করি। তুমি করপুটে অভয় প্রার্থনা করিতেছ, অতএব আর তোমাকে সংহার করিব না। কিন্তু তুমি আমার রাজ্য-মধ্যে অংশেও থাকিতে পারিবে না, কারণ তুমি অধর্ম্মের বন্ধু। তুমি রাজাদিগের দেহে প্রবেশ করিলে পর রাজ্যে লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুর্জ্জনতা, স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ, এবং দম্ভ প্রভৃতি অধর্ম্ম সকলের সঞ্চার হয়। অতএব হে অধর্ম্মবন্ধো! যে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে ধর্ম্ম ও সত্যের আচরণ করিয়া বসতি করিতে হয়; এবং যে খানে যজ্ঞের বিস্তারবিৎ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেছেন, তুমি সে স্থানে বসতি করিতে পারিবে না। তথায় যাগমূর্ত্তি ভগবান্ হরি যজ্ঞে পূজিত হইয়া যাজ্ঞিকদিগকে মঙ্গল দান

করত তাহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। বায়ুর ন্যায় সেই পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই অন্তর ও বাহিরে অবস্থিতি করেন।

সূত বলিলেন, শৌনক! কলি অসি-হস্ত রাজা পরীক্ষিৎকে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় বধোদ্যত দেখিয়া এত ক্ষণ ভয়ে কাঁপিতেছিল। এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা শুনিয়া কহিল, হে সার্ব্বভৌম! আপনি আমাকে এই স্থানে বসতি করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু কোথায় যে বাস করিব, আমি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি ত ধনুর্বাণ হস্তে করিয়া সর্ব্বত্রই বিচরণ করেন। অতএব হে ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ! আপনি নিজেই আমাকে কোন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিউন্। আমি সেই স্থানেই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া নিয়ত বাস করিব।

সূত বলিলেন, কলি এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর পরীক্ষিৎ কহিলেন, যে স্থানে মদ্যপান, স্ত্রী ও প্রাণিহত্যা রূপ চারি অধর্ম্ম আছে তুমি সেই স্থানে গিয়া বসতি কর। কলি আরও কতিপয় স্থান প্রার্থনা করিল। তখন রাজা তাহাকে স্বর্ণ, মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা ও বৈর দান করিলেন। অধর্ম্ম-তনুজ কলি উত্তরানন্দনের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বসতি করিল। অতএব মোক্ষার্থী ব্যক্তি, বিশেষতঃ লোকনাথ এবং সকলের গুরুস্বরূপ ধার্ম্মিক রাজা ঐ সকল সেবন করেন না।

রাজা পরীক্ষিৎ এই রূপে কলির নিগ্রহ করিয়া বৃষরূপী

ধর্ম্মের তপ, শৌচ ও দয়ানামক তিন ভগ্ন পদ পুনরায় যোজনা করিলেন। তাহাতেই পৃথিবীকে সংবর্দ্ধন করা হইল। পিতামহ যুধিষ্ঠির বন-গমন-সময়ে যে রাজোচিত সিংহাসন দান করিয়া যান, মহাভাগ রাজ-চক্রবর্ত্তী, বিস্তীর্ণ-কীর্ত্তি পরীক্ষিৎ এক্ষণে তাহাতেই উপবেশন করিয়া হস্তিনা পুরে রাজ্য শাসন করিতেছেন। কুরুবংশীয়দিগের রাজলক্ষ্মী দ্বিগুণিত কান্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। তিনি পৃথিবী পালন করিতেছেন বলিয়াই আপনারা যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব আমি এই বর্ণন করিলাম।

কলি-নিগ্রহ-নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, মাতৃগর্ভে অবস্থিতি-সময়ে পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্ভুত-কীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে প্রাণে বিনষ্ট হন নাই। ব্রাহ্মণে তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন, যে তক্ষক তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। কিন্তু রাজা তাহাতে হতবুদ্ধি হন নাই; কারণ তাঁহার হৃদ্গত ভাব সর্ব্বদাই ভগবানে সমর্পিত ছিল। তিনি শুকের শিষ্য হইয়া হরির তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন।

সেই হেতু বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে কলেবর পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের কথামৃত পান এবং তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করেন অন্তকালেও তাঁহাদিগের বুদ্ধির ভ্রম জন্মে না। ভগবান্ যে দিন এবং যে ক্ষণে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন অধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান-ভূত কলি সেই দিন এবং সেই ক্ষণেই অংশে প্রবেশ করিয়াছে বটে ; যত দিন অভিমন্যু-নন্দন একচ্ছত্র হইয়া পৃথিবী শাসন করিবেন কলি তত দিন পূর্ণরূপে সর্ব্ব স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভাব প্রকাশ করিতে পারিবে না। সম্রাট্ ভ্রমরের ন্যায় কেবল সারই গ্রহণ করিতেন, সুতরাং কলিকে সংহার করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "ধর্ম্মই কল্পনা-মাত্রে ফল প্রসব করে ; কিন্তু পাপ কার্য্যে আচরিত না হইলে সিদ্ধ হয় না। (অতএব বিশেষ ভয়ের প্রয়োজন নাই।) কলি বৃকের ন্যায় সতত সাবধান হইয়া ফিরিতেছে ; সুযোগ পাইলেই অসাবধানী ব্যক্তি ও বালকদিগকে আক্রমণ করিবে ; কিন্তু তাহাতে এমন কি বিশেষ অনিষ্ট হইবে।"

ঋষিগণ! আপনারা আমাকে পরীক্ষিতের পবিত্র বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি শ্রীকৃষ্ণ-চরিতের সহিত তাহা এই বর্ণন করিলাম। অধিক কি বলিব, উৎকৃষ্ট-কর্ম্মা ভগবানের গুণ-কর্ম্ম-বিষয়িণী যে যে কথা আছে, মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিরা সে সমস্তই শ্রবণ করিবেন।

ঋষিরা বলিলেন, সূত! তুমি অনন্ত কাল জীবিত থাক। তুমি শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ যশঃ কীর্ত্তন করিতেছ ; শুনিয়া আমা-

দিগের মৃত্যুভয় দূরীভূত হইতেছে। আমরা এক্ষণে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, কিন্তু তাহার ফল ফলিবে কি না, নিশ্চয় নাই; কারণ ইহাতে অনেক বিঘ্ন আছে। অপর, ধূমে আমরা সকলেই বিবর্ণ হইয়াছি; তুমি এরূপ সময়ে আমাদিগকে গোবিন্দ-পাদ-পদ্মের সুমধুর মকরন্দ পান করাইয়া সুস্থ করিলে! যাঁহারা বিষ্ণুর ভক্ত আমরা তাঁহাদিগের সহবাসের লেশমাত্র পাইলেও মুক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করি; মনুষ্যদিগের অভীষ্ট রাজ্যাদির ত কথাই নাই। শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদিগের আশ্রয়-ভূত ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া কোন রসজ্ঞ ব্যক্তিরই স্পৃহা একবারে বিরত হইতে পারে না। শিব এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি যোগেশ্বরেরাও সেই প্রাকৃত-গুণ-শূন্য পুরুষের কল্যাণোৎপাদি-গুণগ্রাম সংখ্যা করিতে পারেন নাই। হে বিদ্বন্! ইহার মধ্যে তুমিই ভগবানের প্রধান সেবক। অতএব সেই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদিগের অবলম্বন-স্বরূপ হরির উদার চরিত্র আমাদিগের নিকট উল্লেখ কর। আমরা শুনিতে একান্ত বাসনা করিতেছি। অনল্প-বুদ্ধি ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষিৎ শুকের নিকট যে জ্ঞান লাভ করিয়া গরুড়ধ্বজ ভগবানের মুক্তি-নামক পদাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তুমি তাহাও বর্ণন কর। পরম-রমণীয় ভাগবত পরীক্ষিতের নিকট কথিত হইয়াছিল। হরির চরিত্রের সহিত ইহার সংশ্রব আছে। ইহাতে অতি অদ্ভুত যোগও উল্লিখিত আছে। অতএব কোন বিষয় গুপ্ত না রাখিয়া তুমি আমাদিগের নিকট ইহা বর্ণন কর।

সূত বলিলেন, অহো কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কি আনন্দের

বিষয়! আমরা বিলোমজ বর্ণসংকর; কিন্তু জ্ঞান-বৃদ্ধ গুকের সেবা করিয়া আমাদিগের জন্ম সফল হইল। দুষ্কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা মনে মনে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ করিলেও তাঁহাদিগের সে দুঃখ দূর হয়। যে ভগবান্ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়, যাঁহার শক্তি অনন্ত, যিনি নিজে আপনাকে অনন্ত বলিয়া অবগত আছেন; লোকেও মহৎ বস্তু মাত্রেই যাঁহার গুণের সম্বন্ধ দেখিয়া যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া জানে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্যের আর নীচ-কুল-জন্য দুঃখের সম্ভাবনা কি? পূর্ব্বে শিব ও বিরিঞ্চি সাহচর্য্য পাইবার নিমিত্ত লক্ষ্মীকে বারংবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সম্মত হন নাই। কিন্তু বিষ্ণু এক বারও যাচ্ঞা করেন নাই; কমলা আপন ইচ্ছায় আসিয়া তাঁহার চরণরেণু সেবন করিতেছেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে অন্য কাহারও তাঁহার অধিক বা তাঁহার সমান গুণ নাই। আরও দেখুন, বিরিঞ্চি যে বারি অর্ঘ স্বরূপে শিবকে অর্পণ করেন; যাহা স্পর্শ করিলে সমস্ত জগৎ এবং সাক্ষাৎ শিবও পবিত্র হন; তাহা সেই মুকুন্দেরই চরণ-নখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ভগবান্ বলা যায় না। সাধু ব্যক্তিরা হঠাৎ বদ্ধ-মূল দেহাদি-বিষয়াসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই অনুরক্ত হন, এবং পরমহংস-নামক অন্ত্য আশ্রম গ্রহণ করেন। অহিংসা ও উপশম ঐ আশ্রমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আপনারা বেদ-মূর্ত্তি; সুতরাং সাক্ষাৎ সূর্য্য; অতএব আমাকে

যে পরীক্ষিৎ উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি যত দূর জানি বলিতেছি। পক্ষিগণ যে পর্য্যন্ত সমর্থ হয়, আকাশে সেই পর্য্যন্তই উড়িয়া থাকে। এই রূপ পণ্ডিতেরা যত দূর জানেন, হরির চরিত্র তত দূরই কীর্ত্তন করেন।

রাজা পরীক্ষিৎ এক দিন শরাসনে শর যোজনা করিয়া মৃগয়াবশে এক মৃগের অনুগমন করিতে করিতে শ্রান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর জলাশয়ের অনুসন্ধান-ক্রমে প্রসিদ্ধ শমীক মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুনি চক্ষু মুদিত করিয়া শান্ত ভাবে বসিয়া আছেন। ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থানত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব শ্রেষ্ঠ পদ কৈবল্য লাভ করিয়াছেন। আপনাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহার হস্তপদাদির সমুদায় ক্রিয়াই বিরত হইয়াছে। তাঁহার দেহ বিকীর্ণ জটাভার ও মৃগচর্ম্মে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। তৃষ্ণায় রাজার তালু শুষ্ক হইতেছিল; অতএব তিনি সেই ঋষির নিকটেই জল প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বসিবার আসন, স্থান, আহার বা পানীয় কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না। অন্য অন্য কথা দূরে থাকুক ঋষি এক বার মিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণও করিলেন না। রাজা তাহাতে আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রহ্মন্! তিনি পূর্ব্বে কখনই ব্রাহ্মণের প্রতি কোপ বা মাৎসর্য্য প্রকাশ করেন নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন বলিয়াই দৈবক্রমে এইরূপ ঘটিয়া উঠিল।

তিনি প্রথমতঃ চিন্তা করিলেন, ইনি কি যথার্থই ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্ব্বক চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন; অথবা "অভ্যাগত অধম ক্ষত্রিয় আশ্রম হইতে ফিরিয়া গেলে কি ক্ষতি হইবে" এই ভাবিয়া আমায় গ্রাহ্য করিতেছেন না। ভূপতি এইরূপ বিবেচনা করিয়া অবশেষে যাইবার সময় ধনুষ্কোটি দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন করত তাঁহার গলদেশে রাখিয়া আপনার নগরে প্রস্থান করিলেন।

শমীকের এক তেজস্বী বালক সন্তান অন্যান্য বালকদিগের সহিত স্থানান্তরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি সেই স্থানে সহচরদিগের মুখে শুনিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার পিতার অপমান করিয়াছেন। অতএব ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, অহো! প্রজার রক্ষক-স্বরূপ রাজাদিগের অধর্ম্ম দেখ! অন্ন দ্বারা প্রতিপালিত ভৃত্য যদি প্রভুর অপকার করে তাহা হইলে কাক ও দ্বার-রক্ষক কুক্কুর হইতে তাহার বিভেদ কি? ব্রাহ্মণেরা নীচ ক্ষত্রিয়দিগকে গৃহ-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; অতএব সে কিরূপে তাঁহাদিগের দ্বারে থাকিয়া তাঁহাদিগের পাত্রেই ভক্ষণ করিতে সাহসী হয়? কুপথগামী ব্যক্তিদিগের শাসনকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিয়াছেন বলিয়াই বুঝি রাজা মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে? ভাল, আমি তাহাকে শাসন করিতেছি। তোমরা আমার তেজঃ দেখ।

বয়স্যদিগকে এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার লোচন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কৌশিকী নদীর জল আচমন

করিয়া বাক্য-বজ্র পরিত্যাগ করিলেন ; "যে কুলাঙ্গার মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া আমার পিতার অপমান করিয়াছে, আমার আজ্ঞাক্রমে তক্ষক তাহাকে সপ্তম দিনে ধ্বংস করিবে।"

ঋষিতনয় এই বলিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পিতার গলে মৃত সর্প দেখিয়া দুঃখভরে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মন্! অঙ্গিরার বংশসম্ভূত শমীক পুত্রের বিলাপ-শব্দ শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন এবং প্রথমেই গলদেশে এক মৃত সর্প দেখিয়া উহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর কহিলেন, পুত্র! তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ ? কে তোমার কি অপকার করিয়াছে ? বালক আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলেন। পুত্র শাপের অযোগ্য রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়াছেন, শুনিয়া ঋষি তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন না। কহিলেন, আহা কি কষ্টের বিষয়! পুত্র তুমি মহৎ পাপ করিয়াছ! অল্প অপরাধের নিমিত্ত গুরুতর দণ্ড দিয়াছ। তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই। তুমি জান না যে রাজা নরদেব ; সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য। তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের সমান বিবেচনা করা লোকের উচিত হয় না। প্রজা সকল তাঁহার দুর্বিসহ বাহুবলে প্রতি-পালিত হইয়াই অকুতোভয়ে সুখভোগ করিতেছে। রাজ-রূপী নারায়ণ পৃথিবীতে না থাকিলে লোকে চৌর্য্য অধিক হইয়া উঠে, সুতরাং রক্ষকাভাবে তাহারা মেঘরাজীর ন্যায় ক্ষণ পরেই নাশ পায়। বৎস! কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও তজ্জন্য পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে। এখন লোকে পরস্পর পর-

স্পরকে হত্যা করিবে। এক জন অন্যের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং পরস্পর পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করিবে। দস্যুদিগের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে। মনুষ্যদিগের সদাচার এবং বেদোক্ত বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম সমুদায়ই নষ্ট হইবে। তাহারা কুক্কুর ও বানরের ন্যায় কেবল অর্থ ও কামেরই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। অতএব কেবল বর্ণ-সঙ্করই হইতে থাকিবে। রাজ-চক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ ধর্ম্ম-পূর্ব্বকই প্রজা পালন করিতেছেন। তাঁহার সে বিষয়ে বিশেষ যশঃও আছে। তিনি ভগবানের প্রধান ভক্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। তিনি ক্ষুধা এবং পিপাসায় কাতর হইয়াই আমার অপমান করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে শাপ দেওয়া আমাদিগের উচিত হয় নাই। হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বাত্মা; আমার এই অপক্কবুদ্ধি বালক সন্তান নিরপরাধী আপন ভৃত্যের অনিষ্ট করিয়াছে; অতএব আপনি ক্ষমা করুন। যাঁহারা ভগবানের ভক্ত তাঁহাদিগকে যদি কেহ নিন্দা করে, বঞ্চনা করে, অবজ্ঞা করে অথবা তাড়ন করে তাহা হইলে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা তাহাদিগের প্রত্যপকার করিতে প্রবৃত্ত হন না।

শমীক মুনি, পুত্র অন্যায় করিয়াছে ভাবিয়াই অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। রাজা তাঁহার অপমান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি অণুমাত্রও কোপ প্রকাশ বা তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিলেন না। সাধুদিগের আচারও প্রায় এইরূপ। তাঁহারা অন্যের দ্বারা সুখ লাভ করিলে সন্তুষ্ট হন না;

দুঃখ পাইলেও কষ্টবোধ করেন না; কারণ অগুণাত্মক সুখ দুঃখে তাঁহাদিগের স্পৃহা নাই।

বিপ্রশাপ-প্রাপ্তি-নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ উৎকণ্ঠিত মনে আপনার সেই দুষ্কর্ম্ম চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়, আমি কি দুশ্চরিত্র! আমি নিরপরাধী ঋষির অপমান করিলাম! মূঢ় তাঁহার প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজ বুঝিতে পারিলাম না! যাহা হউক, তদ্দ্বারা আমি ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়াছি। অতএব কালে নিশ্চয়ই আমার বিপদ্ ঘটিবে। আমি প্রার্থনা করি, অবিলম্বেই উহা আমাকেই সাক্ষাৎ আক্রমণ করুক্; আমার পুত্র পৌত্রাদিকে দণ্ড করিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। স্বয়ং দণ্ডভোগ করিলে আমি আর কখন এরূপ কার্য্য করিব না। আমি নিতান্ত পাপী; অদ্যই আমার রাজ্য, সৈন্য, এবং অক্ষয় ভাণ্ডার ক্রুদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বংশ-স্বরূপ অনলে দগ্ধ হউক্। তাহা হইলে গো, ব্রাহ্মণ এবং দেবতার প্রতি আর আমার দুর্বুদ্ধি ঘটিবে না।

পরীক্ষিৎ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শমীকের এক শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, রাজন্! মুনিতনয়ের বাক্যে তক্ষক মৃত্যুরূপী হইয়া সপ্তম দিনে আপ-

নাকে সংহার করিবে। রাজা শুনিয়া তক্ষকের বিষানলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন; কারণ উহা শ্রবণ করিয়াই তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি পুর্ব্বেই বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই হেয়; অতএব এক্ষণে সে উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণের পাদসেবাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিলেন; এবং অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার জন্য সুরধুনীর তীরে উপবেশন করিলেন। কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গার তীর সেবা না করেন। যে জল তুলসী-শোভিত বিষ্ণুর চরণ-রেণু-সংযোগে সমুদায় পদার্থ হইতেই শ্রেষ্ঠ, গঙ্গা তাহাই বহন করিতেছেন!

সেই পাণ্ডব-তনয় এই রূপে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিতেই স্থির করিয়া অনন্যমনে কৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুনিদিগের ব্রত ধারণ এবং বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে জগৎ-পাবন মহানুভাব ঋষিগণ আপন আপন শিষ্য-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীর্থ-গমনচ্ছলে সাধু ব্যক্তিরা প্রায়ই তীর্থ সকলকে এই রূপে পবিত্র করিয়া থাকেন। অত্রি, বসিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিসুত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গোতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, দ্বৈপায়ন, ভগবান্ নারদ এবং অরুণ প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সেই সমস্ত গোত্রপতি মুনি-

গণকে প্রথমতঃ পূজা করিয়া নমস্কার করিলেন; পশ্চাৎ তাঁহারা শ্রান্তি দূর করিয়া উপবেশন করিলে পর যোড়করে সকলের সমক্ষে উপবিষ্ট হইয়া পুনর্বার নমস্কার করত শুদ্ধ-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি প্রায়োপবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা উচিত কি অনুচিত? তাঁহারা সকলেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, অহো, কি ভাগ্য! ব্রাহ্মণেরা আমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মশীল রাজ-কুলে আসিয়া পাদ-প্রক্ষালনও করেন না, কিন্তু তাঁহারা অদ্য আমার আচরণ অনুমোদন করিলেন। আমি পাপাত্মা ও সাংসারিক কার্য্যে একান্ত আসক্ত। বুঝিলাম সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব-দেব নারায়ণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া আপনিই বিপ্রশাপরূপ ধারণ করিলেন; কারণ বিষয়ে একান্ত অনুরাগ থাকিলেও শাপ-ভয়ে অবশ্যই আমার বৈরাগ্য জন্মিবে। হে বিপ্রগণ। আপনারা এবং এই দেবী গঙ্গাও এক্ষণে জানুন, আমার চিত্ত অন্যান্য সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এত দিনে কেবল হরি-তেই রত হইল। আপনারা হরি-সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন; তক্ষক ঋষির আজ্ঞায় আসিয়া আমাকে সচ্ছন্দে দংশন করুক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতিই নাই। আমি সকল ব্রাহ্মণদিগের চরণে নমস্কার করি; আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন সেই অনন্ত পুরুষে আমার আসক্তি পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। ইহার পর যে যে জন্ম লাভ করিব সে সকলেই যেন তদাশ্রয়ী সাধুদিগের সহিত আমার মিলন হয়।

শান্তবুদ্ধি রাজা পরীক্ষিৎ আপন পুত্র জনমেজয়ের হস্তে

রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন; সুতরাং অধ্যবসায়ের সহিত গঙ্গার দক্ষিণ কূলে কুশাগ্র বিস্তার করিয়া উত্তর মুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে এই রূপে প্রায়োবেশন করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতা সকল আনন্দিত চিত্তে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। মুহুর্মুহুঃ দুন্দুভির শব্দ হইতে লাগিল। যে সকল মহর্ষিরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা "সাধু" "সাধু" শব্দে তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিলেন। প্রজাদিগের উপকার করা তাঁহাদিগের স্বভাবই ছিল। মনে করিলে করিতেও পারিতেন। এক্ষণে তাঁহারা পবিত্র-যশাঃ হরির মনোহর গুণ বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! আপনারা যে এরূপ সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? আপনারা কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবদিগের বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। পাণ্ডবেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইতে অভিলাষ করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই চির-সেবিত রাজ্য ও রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! অহে! যত দিন পর্য্যন্ত এই ভগবদ্ভক্ত রাজা কলেবর পরিত্যাগ করিয়া মায়া এবং শোকশূন্য শ্রেষ্ঠ গতি লাভ না করেন, আইস তত দিন আমরা এই স্থানে বসতি করি।

পরীক্ষিৎ ঋষিদিগের এই পক্ষপাতশূন্য, অমৃতস্রাবী, গম্ভীর-অর্থ-সম্পন্ন সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন; পশ্চাৎ বিষ্ণুর চরিত্র শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া কহিলেন, সত্যলোক-বাসী মূর্ত্তিধর বেদের ন্যায় আপনারা সকলে সর্ব্বদিক্ হইতে আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমি-

ত্তই আগমন করিয়াছেন ; কারণ পরের উপকার করা আপনাদিগের লৌকিক ও পারত্রিক, উভয়বিধ কার্য্যেরই উদ্দেশ্য। আপনার নিমিত্ত আপনারা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। বিপ্রগণ! এক্ষণে আপনাদিগকে এক জিজ্ঞাস্য কথা জিজ্ঞাসা করি ; সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মৃত্যু-দশায় পতিত হইয়া মনুষ্য কোন্ কোন্ কার্য্যকে পাপশূন্য ভাবিয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবে? আপনারা পণ্ডিত ; অতএব বিচার করিয়া আমাকে ইহার প্রত্যুত্তর দান করুন।

ঋষিগণ রাজার এই প্রশ্নে যাগ, যোগ, তপস্যা ও দান লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে ব্যাসনন্দন শুক যদৃচ্ছা-ক্রমে ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোন আশ্রমেরই চিহ্ন ছিল না। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই নিরন্তর সন্তুষ্ট ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তিনি সেই অবধূতের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্ষিপ্ত ভাবিয়া বালকেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছিল। বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজঃ অনুমান করা যাইত না। কিন্তু মুনিগণ দেখিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ। হস্ত, পদ, ঊরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্র অতিসুকোমল। লোচন দীর্ঘ ও মনোহর। কর্ণ-যুগল অতিশয় খর্ব্ব বা দীর্ঘ নহে। বদন কমনীয় ভ্রূযুগলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কর্ণের গঠন শঙ্খের ন্যায় সুন্দর। তাহার নিম্নস্থ অস্থিদ্বয় মাংসে আবৃত। বক্ষঃস্থল বিশাল

এবং উন্নত। নাভি আবর্ত্তের ন্যায় অতি গভীর। উদর নিম্ন-বাহিনী রোম-রেখায় সুশোভিত। বেশ দিগম্বর। আকুঞ্চিত কেশ-কলাপ মস্তকের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। শরীর হইতে দেবদেব বিষ্ণুর ন্যায় আভা নির্গত হইতেছে। কলেবর শ্যাম-বর্ণ। পূর্ণ যৌবনের শোভা এবং মনোহর ঈষৎ হাস্য দ্বারা কামিনীদিগের মন কাড়িয়া লইতেছেন। এই সকল চিহ্ন দেখিয়া ঋষিরা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; সুতরাং দর্শন-মাত্রই আসন হইতে উত্থান করিলেন। বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ সেই অতিথিকে আগত দেখিয়া আপনার মস্তক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া যে সকল অবোধ মহিলা ও বালকগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছিল, তাহারা সকলেই ফিরিয়া গেল। তখন শুক পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে উপ-বেশন করিলেন। তিনি তেজে সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন; অতএব ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, এবং দেবর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বি-ন্যাদি নক্ষত্র ও অন্যান্য তারকাপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্ত রাজা তাঁহার স্মরণ-শক্তিকে অকুণ্ঠিত বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার নিকটে গিয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন এবং পুনর্বার নমস্কার করিয়া করপুটে মিষ্ট বাক্যে কহিলেন; অহো, আমারা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য সাধুদিগের উপাস্য হইলাম! কারণ আপনারা অতিথি হইয়া আমা-দিগকে পবিত্র করিলেন। ব্রহ্মন্! আপনাদিগকে স্মরণ করি-

লেই গৃহীদিগের আশ্রম শুদ্ধ হয়; দর্শন, স্পর্শন, এবং পাদ-ধৌতাদির কথা আর কি বলিব। হে মহাযোগিন্! যেমন বিষ্ণুর দর্শনে অসুরগণ নাশ পায়, সেইরূপ আপনাকে দেখিবা-মাত্রই মনুষ্যের মহাপাতকও ধ্বংস হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনিই কি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রিয় পৈতৃষস্রেয়দিগের প্রীতির নিমিত্ত অদ্য আমার প্রতিও বন্ধুতা প্রকাশ করিলেন? তাহা না হইলে এমন মরণ সময়ে আমরা কি রূপে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি? আপনি সিদ্ধ পুরুষ; আপনার গতি জানা যায় না। আপনি সেই ভগবানের কৃপায়ই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছেন, যে আমি আপনাকে অভীষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করি। আপনি যোগীদিগের পরমগুরুও বটেন; অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্য মরণ-কালে কি কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে? কোন্ কার্য্যই বা তাহা-দিগের কর্ত্তব্য? প্রভো! মনুষ্যদিগের কি শ্রবণ করা, জপ করা, অনুষ্ঠান করা, স্মরণ করা এবং ভজনা করা বা না করা উচিত? আপনি তাহার উপদেশ করুন। ব্রহ্মন্! আমি নিশ্চয় জানি, যে সময়ের মধ্যে একটী গাভী দোহন করা যায়, আপনারা তত ক্ষণও গৃহীদিগের আশ্রমে অবস্থিতি করেন না।

সূত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ স্নিগ্ধবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস-নন্দন বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শুকাগমন-নামক ঊনবিংশ অধ্যায়ে প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

শুক বলিলেন, রাজন্! যাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করিতে হয়, যাঁহাদিগের গুণ কীর্ত্তন করিতে হয়, যাঁহাদিগকে ধ্যান ও পূজা করিতে হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান আপনি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রশ্ন করিলেন। অতএব আপনাকে প্রশংসা করিতে হয়। এই প্রশ্ন মুক্তির কারণ এবং মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও সম্মত। রাজন্! আত্ম-জ্ঞান-বিহীন গৃহীদিগের অনেক বিষয় শ্রোতব্য আছে। তাহারা গৃহকাজে আসক্ত থাকিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা-দিগের আয়ুর রাত্রিভাগ নিদ্রা বা রতিক্রীড়ায় এবং দিবা-ভাগ অর্থ-চিন্তা বা কুটুম্ব-ভরণ-চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। তাহারা স্বর্গগত আপন আপন পিত্রাদির উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে যে, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আপন পরিবারবর্গ সকলই নশ্বর; তথাপি সেই সকলে আসক্ত হইয়া

তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। হে ভরতনন্দন! এই কারণেই মোক্ষার্থী ব্যক্তি সর্ব্বাত্মা, ভগবান্, ঈশ্বর হরিকে স্মরণ এবং তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবেন। আপন ধর্ম্মে নিষ্ঠাপূর্ব্বক আত্ম ও অনাত্ম জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা যে নারায়ণের স্মরণ সেই এই মনুষ্যজন্মের লাভ; কিন্তু অন্তকালে নারায়ণ-স্মরণ পরম লাভ। রাজন্! যে সকল মুনিরা শাস্ত্রোক্ত বিধি বা নিষেধ গ্রাহ্য করেন না এবং যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হইয়া আছেন তাঁহারাও হরির গুণ-কথন শ্রবণ করিতে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি যে পুরাণ বলিব তাহার নাম ভাগবত। উহা সর্ব্ব বেদের তুল্য। আমি দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে পিতা ব্যাসের নিকট উহা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি নির্গুণ ব্রহ্মেই নিমগ্ন আছি সত্য বটে; কিন্তু ঐ পুরাণে পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের লীলা বর্ণিত আছে বলিয়াই উহা আমার মন আকর্ষণ করিয়াছিল। রাজর্ষে! সেই হেতুই আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাম। আপনি বিষ্ণুর ভক্ত; অতএব আপনার নিকট আমি সেই পুরাণ কীর্ত্তন করিব। শ্রদ্ধা-সহকারে তাহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যের শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কামা আসক্তি জন্মে। রাজন্! এই মুক্তিপ্রদ হরিনামানুকীর্ত্তন কি কামী, কি বিরাগী, কি যোগী, সকলেরই অভীষ্ট ফল সাধন করিতে পারে। যে বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বহু বর্ষ জীবিত থাকে সে যদি তাহার মধ্যে না জানিতে পারে যে, ঐ সকল বর্ষ বৃথা অতিবাহিত হইতেছে, তবে সে সমুদায় বর্ষই বৃথা। কিন্তু যদি মুহূর্ত্তমাত্র জীবন ধারণ করিয়াও সেই সময়ের মধ্যে ঐ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা হইলে সেই এক